CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-134 ■ 20 February, 2025 ■ আগরতলা ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৭ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য কেন্দ্রের ২৮৮.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা অনুমোদন করলো। গত বছরের আগস্টে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সহায়তা হিসেবে জাতীয় দুর্য্যোগ মোকাবিলা তহবিলের (এনডিআরএফ) আওতায় ত্রিপুরার জন্য ২৮৮.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করলো কেন্দ্র।

সাম্প্রতিক বন্যার ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এবং রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ ব্যবস্থা প্রদানের বিষয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে ত্রিপুরাকে সবধরণের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

যথারীতি এনিয়ে নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেছেন, গত বছরের আগস্টে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে এনডিআরএফ -এর অধীনে ত্রিপুরার জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা হিসেবে ২৮৮.৯৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো জানান, এই অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা অবশ্যই রাজ্যের দুর্য্যোগ-প্রভাবিত মানুষের জন্য বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দকৃত ২৮৮.৯৩ কোটি কোটি টাকা নিঃসন্দেহে ২০২৪ সালের বন্যা থেকে উত্তরণে ও উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনে রাজ্যকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ত্রিপুরার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বুধবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং কেন্দ্রীয় রেল ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতে মিলিত হলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির আরো উন্নয়ন, মহিলা কলেজকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা এবং ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে (টিআইটি) একটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মূলত, এধরণের উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রকে আরো প্রসার করা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও ভাল সুযোগ তৈরি করার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পাশাপাশি এদিনই নয়াদিল্লির রেল ভবনে কেন্দ্রীয় রেল ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে আয়োজিত পৃথক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা রেলওয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন।

রেলওয়ে পরিকাঠামোর উন্নয়নের অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা, আগরতলা ও গুয়াহাটির মধ্যে একটি আন্তঃশহর ট্রেন, ধর্মনগর ও সাব্রুমের মধ্যে লোক্যাল ট্রেন, বোধজংনগর -জিরানিয়া (শিল্প নগরী) এবং ধর্মনগর-কৈলাশহরের মধ্যে নতুন রেলওয়ে ট্র্যাক স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান।

এছাড়াও কৃষকদের জন্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া বাড়ি থেকে ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। সাতসকালে ভাড়াবাড়ি থেকে এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় শিবনগরস্থিত অনিক ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ভাড়াবাড়িতে থাকত যুবক। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিল বলে জানা গিয়েছে। ওই এদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে শিবনগরস্থিত অনিক ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা তপন পালের বাড়িতে ভাড়া থাকতো কলেজ পড়ুয়া বিপুল জমাতিয়া। সে এমবিবি কলেজে পড়তো। তার বাড়ি উদয়পুর কিল্লায়। আজ সকালে বাড়ির মালিক বিপুলের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহের দানা বাঁধে। তিনি ঘরে প্রবেশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক দুর্নীতি ঃ বিজেপির প্রাক্তন মহিলা প্রধান গ্রেফতার, ১৪ দিনের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। আর্থিক দুর্নীতির মামলায় বিজেপির প্রাক্তন মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল পুলিশ রিমান্ড চেয়ে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিলোনীয়া মহকুমার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের অধীন পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের উৎস তৈরি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে একাধিকবার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কাবেরী নাথ এবং ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাসের নিকট অভিযোগ জমা পড়ে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে নগর ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতি গত জুন মাসে চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কাবেরী নাথ, অতিরিক্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুদীপ কর সহ পদস্থরা পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনে করেছিলেন।

আরও জানা গিয়েছে, পরিদর্শন শেষে পশ্চিম কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতে গিয়ে পঞ্চায়েত সচিব অনাথ পালের কাছ থেকে বিভিন্ন রেজিস্টার, উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, খরচের হিসাব ইত্যাদি সরোজমিনে পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তথ্যের সাথে বাস্তবের কাজের ব্যাপক গরমিল লক্ষ্য করেন তাঁরা। কোনো উন্নয়নের কাজ মা করে টাকা খরচ দেখানো হয়েছে বিভিন্ন খাতে। পরবর্তী সময়ে ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল।

এদিকে, তদন্ত কমিটি ভারতচন্দ্র নগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কাবেরী নাথের কাছে তদন্ত শেষে রিপোর্ট পেশ করে নয় লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার ব্যাপক গরমিল ধরা পড়ে বলে জানা গেছে। পানীয় জলের উৎস টিউবওয়েল সহ যেসব খাতে খরচ দেখানো হয়েছে বাস্তবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তার কোন চিহ্নই নেই। পঞ্চায়েত সচিবকে শোকজ পাঠানো হয়। শোকজের উত্তরে অসন্তোষ্ট হয়ে দুর্নীতির ঘটনার বিষয়ে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দক্ষিণ জেলার জেলা শাসককে লিখিতভাবে অবহিত করেন।

এদিকে, পঞ্চায়েত দুর্নীতির ঘটনা প্রসঙ্গে অনাথ পাল ব্লক প্রশাসন এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শপথ ২০শে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ।। দিল্লি পেলো নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনে নির্ণায়ক বিজয়ের পর ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শালিমার বাগের বিধায়িকা রেখা গুপ্তাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছে। শেষবার যখন বিজেপি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছিল তখন সুষমা স্বরাজ ১৯৯৮ সালে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এদিকে, পরবেশ ভার্মা দিল্লি উপমুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।

বিজেপির সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত এবং আপের আতিশির পর রেখা গুপ্তা হলেন দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে বিজেপি পরিষদীয় দলে নেতৃত্ব দিতে রেখা গুপ্তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রথমবারের বিধায়িকা রেখা গুপ্তা হলেন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ শাসিত ১৮টি রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মহিলা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী। ভারতে বর্তমান একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘোষণা বিজেপির সংসদীয় বোর্ডের সভার পরে আসে, যেখানে পর্য্যবেক্ষক হিসাবে রবি শংকর প্রসাদ এবং ওম প্রকাশ ধংকরকে নিয়োগ করা হয়েছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য। নতুন নির্বাচিত ৪৮ জন বিজেপি বিধায়ক তাদের নেতাকে নির্বাচিত করতে একত্রিত হয়েছিলেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি. কে. সাক্সেনার উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। আম আদমি পার্টির (আপ) সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং আতিশিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত দিল্লির বেশ কয়েকটি প্রধান সড়কে ট্রাফিক সীমাবদ্ধতাও কার্যকর থাকবে।

দিল্লির ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মধ্যে একজন বিশিষ্ট নেতা রেখা গুপ্তার রাজনীতিতে দীর্ঘ ও বিশিষ্ট কর্মজীবন রয়েছে। ছাত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় গুন্ডাবাহিনীর সরকার চলছে ঃ লালজি দেশাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় বিজেপির গুণ্ডাবাহিনীর সরকার চলছে। রাজ্যের শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। লোকতন্ত্র নেই। বিভিন্ন প্রকারের চুরি কান্ড অব্যাহত রেখেছে বিজেপি সরকার। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন জাতীয় কংগ্রেসের সেবাদলের সর্বভারতীয় সভাপতি লালজি দেশাই।

এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেন। তিনি বলেন, গোটা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যেও বিজেপি সরকার তাদের গুণ্ডারাজ অব্যাহত রয়েছে। 'জয় বাবু, জয় ভীম, জয় সংবিধান' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংবিধান রক্ষা ও গনতন্ত্র রক্ষা করার জন্য কর্মসুচি হাতে নিয়েছে কংগ্রেস দল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাবাসাহেব আম্বেদকরের অপমান করেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই সংবিধান রক্ষার কর্মসুচি হাতে নিয়েছে কংগ্রেস।

তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, আগে গোড়া(ইংরেজ) রা দেশকে লুটেছে, এখন চোরেরা দেশকে লুটছে। বিভিন্ন প্রকারে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার ও রাজ্যে বিজেপি সরকার চুরি করে চলছে। এই সরকার শিক্ষার হার, বেকারত্বের হার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সংখ্যা বলে না। রাজ্যে কাজ নেই। শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। লোকতন্ত্র বিনষ্ট হচ্ছে। মনিপুরে বিগত দিনে এত সমস্যা হলেও প্রধানমন্ত্রী চুপ ছিলেন। শেষ পযর্ন অবস্থা বেগতিক দেখে সমস্যার সমাধান না করে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন দেওয়া হয়েছে। মনিপুরের এই অবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন লালজী দেশাই।

উল্লেখ্য, প্রদেশ সেবাদলের রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল। তিনি উদয়পুরে প্রদেশ সেবাদলের রাজ্যভিত্তিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন।

যাত্রীকে বাস থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় নারীমঙ্গল স্কুল এলাকায় আজ সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে এক যাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষিতীশ সূত্রধর নামে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাসে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বিভিন্ন বাজারে বসানো হবে হাই মাস্ট সোলার লাইট ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরার বিভিন্ন বাজারে হাইমাস্ট সোলার লাইট বসানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। আজ লেফুঙ্গা ব্লক এলাকার বিভিন্ন বাজার পরির্দশনে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রীনাথ বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামীন বাজার গুলোকে হাইমাস্ট সোলারের মাধ্যমে আলোকিত রাখতে উদ্যোগ নিয়েছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা। সারা রাজ্যের সাথে লেফুঙ্গা ব্লক এলাকার বিভিন্ন বাজারেও হাইমাস্ট সোলার লাইট বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, এই ব্লক এলাকার বাজারগুলোকে খুব শীঘ্রই ট্রেডা হাই মাস্ট সোলার বসিয়ে আলোকিত করবে। এর ফলে জনজাতি ভাই-বোনেরা রাতেও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবেন, এজন্য কাউকে কোন বিদ্যুতের বিল দিতে হবে না।

দেশ পুনর্নবীকরণ শক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঃ সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। পিএম সূর্য্যঘর মুফত বিজলি যোজনা নিয়ে জনসচেতনতা ও নিবন্ধীকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার আশ্রম চৌমুহনী পূর্ব জোনাল অফিসে।

আগরতলায় আশ্রম চৌমুহনী এলাকায় পিএম সূর্য্যঘর মফত বিজলি যোজনা নিয়ে জনসচেতনতা ও নিবন্ধীকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষকে রিনোভেল এনার্জির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ গিরিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। গত সাত বছর ধরে লংতরাইভ্যালী মহকুমার পদ্মসিং রোয়াজা পাড়া, কুমারিয়া রোয়াজা পাড়া এবং ললিতধন পূর্ণ পাড়ার মানুষ বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছেন। পাশাপাশি, পানীয় জল ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা নেই। তাই আজ সকালে বাধ্য হয়ে জাম্বুরা পথ অবরোধে বসেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত সাত বছর ধরে লংতরাইভ্যালী মহকুমার পদ্মসিং রোয়াজা পাড়া, কুমারিয়া রোয়াজা পাড়া এবং ললিতধন পূর্ণ এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা ভুগছেন। তাছাড়া, ওই সমস্ত এলাকায় পানুয় জল ও চিকিৎসা পরিষেবাও নেই। বারবার প্রশাসনের নিকট সমস্যা জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা পথ অবরোধে বসেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতীর হাত থেকে বাঁচতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা মা ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে অরুন্ধতিনগর থানার সংলগ্ন দেবব্রত দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে বাড়ির মালিক। এমনকি, মারধর থেকে রেহাই মেলেনি বাড়ির প্রবীণারও। তাই আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রাস্তা নির্মাণের জন্য জোরপূর্বক বাড়ির জায়গা আদায়ের চেষ্টা করছে বিজেপি পরিচালিত দুষ্কৃতকারীরা, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। অরুন্ধতিনগর থানার সংলগ্ন দেবব্রত দাসের বাড়ির পাশে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হবে। ওই রাস্তা নির্মাণের জোরপূর্বক জায়গা ছেড়ে দিতে এলাকার কতিপয় লোকজন ও বিজেপির নেতা দেবব্রত বাবুকে হুমকি-ধুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। দেবব্রত বাবু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনারোধে জেলা ট্রাফিক দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। সড়ক দুর্ঘটনারোধ করার উদ্দেশ্যে ইন্টার সেপ্টার গাড়ি নিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জলেবাসায় অভিযান চালালো ট্রাফিক দপ্তরের ডিএসপি সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যান চালকদের দ্রুতগতিতে যান চালানো, আবার হেলমেটবিহীনভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। পাশাপাশি দেখা যায় দ্রুতগতিতে ছোট গাড়ি চলাচল করার ফলে দুর্ঘটনায় পড়ছে পথ চলতি জনগণ। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এই ধরনের দুর্ঘটনারোধ করার ক্ষেত্রে একটি ইন্টার সেপ্টার গাড়ি এসেছে যেখানে রয়েছে স্পিড র‍্যাডার গান। সেই গাড়ির বিশেষত্ব হলো, যে কোন ধরনের যানবাহন দ্রুতগতিতে থাকলে তা স্পিড র‍্যাডার গানে ধরা পড়বে।

গাড়ির নম্বর দেখে সাথে সাথে বলা যাবে তার কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা। তাছাড়াও রয়েছে যদি কোন চালক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি বা বাইক চালান তাও পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। সেই গাড়ি নিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার জলেবাসা এলাকায় অভিযান চালায় জেলা ট্রাফিক দপ্তর। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক দপ্তরের ডিএসপি দীপ্তনু বিশ্বাস। দেখা গেছে সেই অভিযানে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী অনেক গাড়ি আটক করা হয় দ্রুতগতিতে চালানোর জন্য। পাশাপাশি নম্বর বিহীন এবং হেলমেটবিহীন যানচালকদের আটক করা হয়। ট্রাফিক আইন অনুসারে কারো ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা করা হয় এবং কারোর বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়।

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং
৭ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নতুন পথের দিশা

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই হইলো এমন একটি প্রযুক্তি যা মেশিনকে মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাশক্তির অনুরূপ কাজ করিতে সক্ষম করিয়া তোলে। এর মাধ্যমে কম্পিউটার বা অন্য কোনো যন্ত্র মানুষের মতো শিখিতে, সমস্যা সমাধান করিতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এমন একটি কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করা যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তির আদলে জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারে।এই প্রযুক্তি বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতেছে যেমন - চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন, বিনোদন, ইত্যাদি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ ও উন্নত করিতে সাহায্য করিযতে পারে।

ইনটেলিজেন্সের (এআই) ক্ষেত্রে ভারত এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার সহজলভ্য এআই পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে।যেখানে কম্পিউটার শক্তি, জিপিইউ এবং গবেষণার সুযোগ মিলিবে। এআই পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করিবার লক্ষ্যে মোদী সরকার ২০২৪-এ ভারতএআই মিশনে ১০,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। আগামী ৫ বছরে এই অর্থ ব্যয় করা

হইবে। সেইসঙ্গে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত নিজের গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট গড়িয়া তুলিবে।স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শহরগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়া ২০২৩-এ মোদী সরকার নয়াদিল্লিতে তিনটি এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়িবার কথা ঘোষণা করিয়াছে। ২০২৫-এর বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

এআই অগ্রগতিকে জাতীয় স্তরেও ব্যবহার করিতে চায় কেন্দ্র। বিশ্বের প্রথম সরকারি অনুদানে বহুস্তরীয় এলএলএম উদ্যোগ ভারতজেন চালু হইয়াছে ২০২৪ সালে। এর মাধ্যমে ভারতের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ গবেষকদের একটি কনসোর্টিয়ামকে যুক্ত করা হইয়ছে। এআই গবেষণার ক্ষেত্রে ৫০টি শীর্ষ এনআইআরএফ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ সময়ের পিএইচডি স্কলারদের ফেলোশিপও দেওয়া হইতেছে। এআই শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে ডেটা ও এআই ল্যাব গড়িয়া তুলিতেছে কেন্দ্র। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এআই দক্ষতা বিকাশে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব জিতেছ। স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪’ অনুযায়ী চলতি বছরের মধ্যে ভারতের এআই শিল্প ২৮.৮ মার্কিন বিলিয়ন ডলারে পৌঁছিয়া যাইবে। সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং কানাডা—সহ ৫টি দ্রুত-বিকাশশীল এআই মেধা হাবের মধ্যে ভারত এখন শীর্ষে রয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতে এআই পেশাদারের চাহিদা প্রায় ১০ লক্ষে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হইতেছে।

দশম শ্রেণির দুই ছাত্রের মধ্যে মারপিটে মৃত্যু এক ছাত্রের

হুগলি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দশম শ্রেণির দুই ছাত্রের মধ্যে মারপিটে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চাঁপদানিতে, একটি হিন্দি মাধ্যম স্কুলে। ঘটনাস্থলে পুলিশ যায়।

এই ঘটনায় একজনকে আটক করে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। ঘটনার পরই উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ছত্রভঙ্গ করে এলাকাবাসীদের।

মৃত ওই ছাত্র অভিনব জালানের বাড়ি চাঁপদানি পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। সে চাঁপদানি আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। প্রতিদিনের মতো এদিনও স্কুলে এসেছিল অভিনব। ক্লাসের মাঝে দুপুর নাগাদ দুই ছাত্রের মধ্যে মারপিট শুরু হয়। তাতেই মৃত্যু হয় অভিনবর।

ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে ভদ্রেশ্বর ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় অভিনব জালানের বাবা স্কুলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি অন্য ছাত্রের কড়া শাস্তির দাবি তোলেন। তিনি বলেন, ’চাঁপদানি আর্য বিদ্যাপীঠের অবস্থা খুবই খারাপ। শিক্ষকদের সামনে কী করে ছাত্ররা মারপিট করে? যে ছেলেটি আমার ছেলেকে মেরেছে, আমরা তার মৃত্যুদণ্ড চাই।’

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বি কে ঝা জানান, তিনি ঘটনার সময় স্কুলে ছিলেন না । তিনি বলেন, ’দ্বিতীয় ক্লাস শুরু হওয়ার পর ছাত্ররা ক্লাসের বাইরে বেরয়। ওদের নাম জানি না। নিজেদের মধ্যে মারপিট করে ওরা। হয়তো ভুল জায়গায় চড়-থাপ্পড় মারে। এরপর ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। দু’’জনেই দশম শ্রেণি ছাত্র, সহপাঠী। একজন শিক্ষক ক্লাস থেকে বেরিয়েছেন। আরেকজনের ক্লাসে ঢুকতে এক-দু’’মিনিট দেরি হয়েছে। তার মধ্যে এই অবস্থা।’

এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলর বিক্রম গুপ্তা আহত অভিনবকে টোটো করে ভদ্রেশ্বরের ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি বলেন, ’তখন ১২টা ৪০ মিনিট। দেখলাম শিক্ষকরা আমাকে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। এক পড়ুয়ার শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানান তাঁরা। অ্যাম্বুল্যান্স কলকাতা গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি টোটো করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। শিক্ষকরাও আমার সঙ্গে ছিলেন।

বেসরকারি স্কুলে ফিজ বৃদ্ধিতে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ’বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, একথা বলে রাজ্য চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।’ বুধবার একটি মামলায় রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়ে এই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

রাজ্যের বহু বেসরকারি স্কুলে লাগামছাড়া ফিজ বৃদ্ধি নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক জনস্বার্থ মামলা। অভিযোগ, বাজারদরের চেয়েও অতিরিক্ত ফিজ নেওয়া হচ্ছে। এমনকী এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোপে পড়তে হচ্ছে।

এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আগামী শুক্রবার রাজ্যের মতামত আদালতকে জানানোর জন্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

এদিন মামলার শুনানিতে রাজস্থান মডেলের প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি বলেন, ’এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের কিছু দরকার। কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না! পুরো পদ্ধতিটা দেখা উচিত। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে চার্জ নামে যে বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা অন্যায্য। এটার ওপর কি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না?’

বিচারপতি বলেন, ’সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।। রাজ্য সরকার অন্যান্য বিলের মত সিদ্ধান্ত নিতে পারে! কেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এটা নিয়ে ভাবছেন না? বিলের মধ্যে দিয়ে তো রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে!’

রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে এও বলেন, ’অভিযোগ না এলেও কেন এনসিটিই গাইডলাইন অনুযায়ী সব কিছু খতিয়ে দেখা হবে না।’

আন্তর্জাতিক ভাষা দুনিয়ার পথিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ এঁকে দিয়েছেন যে, মালা, তিলক, টিকি বা লুঙ্গি, দিএত তা ঢাকবার জো নেই। হিন্দু মুসলমান মিলিত জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে, কিন্তু তারা যে করিতেই হইবে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই উক্তি বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ থেকে ব্যক্ত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের সামনে তাঁর সমাধি ফলকে তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত ভাষাসৈনিক, বহুভাষাবিদ ও জ্ঞানতাপস-সম্মাননার এই তিনটি কথায় বোধহয় তাঁর সব পরিচয় প্রকাশ পায় না। বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় জাগরণে অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। তাঁর কীর্তি তাঁর জীবৎকালের সময়কে ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে উঠেছে। ভাষা আমাদের আত্ম অভিব্যক্তি, জ্ঞান, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে। এই ভাষাকে আবিষ্কার, চর্চা আর তাকে সংগঠিত করার কাজে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পথ চলেছিলেন। তাঁর ভাষাচর্চার কোনও মানচিত্র ছিল না। ভাষা যেমন একটা জাতীয় পরিধিতে বিকশিত হয়, তেমনই তা সেই পরিধি ছাড়িয়ে অন্য দেশে দুনিয়ার অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাই তো শেকসপিয়র, মিলটন, শেলী আমাদের চেনা। রবীন্দ্রনাথ অন্য মানুষের কাছে সমাদৃত। ভাষার তাই সৃষ্টিভূমি আছে, তার ভূগোল নেই। ভাষার এই আন্তর্জাতিক দুনিয়ার পথিক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। পৃথিবীর চব্বিশটি ভাষা তিনি আয়ও করেছিলেন। অনুসন্ধান করেছেন ভাষার ধ্বনি ও শব্দতত্ত্বকে। ভাষাতত্ত্বকে তিনি দেখেছিলেন বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হিসেবে। ইংরাজি, ফরাসি, সিংহলী, জার্মান, আরবি, উর্দু, হিন্দি, হিব্রু, ল্যাটিন, পাঞ্জাবি, মারাঠি ভাষার ওপর ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। আরবি বর্ণমালা, সংস্কৃত ভাষা, সুমেরীয়ান ও পুশতু ভাষা নিয়ে তিনি অনুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন। ভাষার জগতে তিনি বিরাজ করেছেন লোকবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁকে বলা হত ভাষার চলমান বিশ্বকোষ। তবে পৃথিবীর ভাষাসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি মাতৃবাষা চর্চাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় বিকশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষা সহজভাবে একটা জাতির ভাবনাকে সহজভাবে প্রকাশিত করে। তিনি মনে করতেন যে জাতির মাতৃভাষা নেই, মাতৃভাষার ব্যবহার ও বিকাশ নেই, সে জাতি সভ্যতার সারিতে দাঁড়াতে পারে না। ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আলোচনা করে দেখ, মাতৃবাষার উন্নতি ছাড়া কোনও জাতি কি কখনও বড় হতে পেরেছে? আরব পারস্য জয় করেছিল, কিন্তু পারস্য আরবের ভাষা নেয়নি। শুধু নিয়েছিল তার ধর্মভাব আর কতগুলো শব্দ। সেদিন অতি কাছে যেদিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করবে। ভাষা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ভাষাকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৮-এ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন, আমরা ধর্মে হিন্দু বা মুসলমান, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় আমরা সর্বাগ্রে বাঙালি। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। তিনি মনে করতেন বাংলার প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ভাষায় বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করেছেন। ভাষা বিজ্ঞানী শহীদুল্লাহ মাতৃবাষা বাংলাকে মননে ভাবনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছিলেন।

> *পৃথিবীর ভাষা সম্পদের প্রতি ভালবাসা মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে টেনে এনেছিল ভাষাতত্ত্বের জগতে। ভাষার বিবর্তনকে তিনি খুঁজেছিলেন জীবন ও সমাজের বিবর্তনের মধ্যে। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা তাঁকে সমাজবিজ্ঞানী করে তুলেছিল। তাঁর লোকজীবনের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে টেনে রেখেছিল মাটির কাছাকাছি। মাতৃভূমির ভাষা সংস্কৃতি তাঁর মননে অস্তিত্বে মিশেছিল। তাই মাতৃভাষার মান বাঁচাতে তিনি ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিকের কাজ করেছিলেন।*

১৯২৫ সালে গৌড়ীয় বা মাগধী প্রকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তির দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখান। ১৯২৮ সালে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদাবলী বিষয়ে গবেষণা করে ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন। এরপর তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন।

দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের। এই ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিয়েছে। ইতিহাসে বলা হয় একুশের ভাষা শহিদের রক্তে নিহিত ছিল একাত্তরের স্বাধীনতার বীজ। ভাষা জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে যাঁরা প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তৈরি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর চিন্তা দার্শনিকতা বাংলার জাতীয় চেতনাকে জাগিয়েছিল। ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপারিশ করলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম প্রস্তাবটির প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৭-এ ৩ আগস্ট ‘‘কমরেড’’ পত্রিকায় “The language problem of Pakistan’’ নিবন্ধে তিনি লেখেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলাবাষী অংশে যদি বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, তা হলে সেই স্বাধীনতা হবে পরাধীনতারই নামান্তর। এই লেখাটি বাংলার মানুষের মধ্যে সাড়া এনে দেয়। ভাষাবিদের নিবন্ধ এইভাবে বাঙালির পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে ভাষা আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮০৫ সালে ২৪ পরগনার পিয়ারা গ্রামে। তখনকার দিনে গ্রামের মুসলিম সমাজে মক্তবকেন্দ্রিক লেখাপড়া চালু ছিল। ছেলেবেলায় শহীদুল্লাহ মক্তবে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে চলে আসেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১০ সালে সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতি সাম্মানিক পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এমএ পড়তে গিয়ে বাধা পান। এই বিভাগের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী অহিন্দু ছাত্রকে সংস্কৃত এবং বেদ বেদান্ত পড়াতে অস্বীকার করেন। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সেযে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের বিভাগ খোলা হয়। ১৯১২ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ পাশ করেন। এরপর তিনি ভাষা সাহিত্যের গবেষণায় দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হয়ে কাজ করেন। ১৯২১ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯২৬ সালের পর তিনি চলে আসেন ভাষা সংস্কৃতি গবেষণার আন্তর্জাতিক আঙিনায়। দেশে ফিরে অবসরকালীন জীবনে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা ব্যাকরণ, পদ্মবর্তী, বিদ্যাপতি শতক, ইসলাম প্রভৃতি গ্রন্থ। বৌদ্ধ সঙ্গীতের ওপর ইংরাজিতে রচনা করেন “Buddhist Mystic Songs”, অনুবাদ করেছিলেন ‘‘দিওয়ান-ই-হাফিজ, রুবাইযাৎ- ই- ওমর খৈয়াম’’।

পৃথিবীর ভাষা সম্পদের প্রতি ভালবাসা মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে টেনে এনেছিল ভাষাতত্ত্বের জগতে। ভাষার বিবর্তনকে তিনি খুঁজেছিলেন জীবন ও সমাজের বিবর্তনের মধ্যে। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা তাঁকে সমাজবিজ্ঞানী করে তুলেছিল। তাঁর লোকজীবনের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে টেনে রেখেছিল মাটির কাছাকাছি। মাতৃভূমির ভাষা সংস্কৃতি তাঁর মননে অস্তিত্বে মিশেছিল। তাই মাতৃভাষার মান বাঁচাতে তিনি ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিকের কাজ করেছিলেন। শুধু বাংলা ভাষার মর্যাদা নয়, তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হয়ে উঠেছিলেন ভাষা সৈনিক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আমার বর্ণমালা আমার শহীদ মিনার

মো. আনোয়ারুল ইসলাম

২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নাতিদের সঙ্গে লেখকছবি: শাহরিন আনোয়ার

শৈশবে যে বাবার কাছে বন্ধুদের ‘তদবির’ করতে হতো আমাকে কাব-স্কাউট জাম্বুরিতে নেওয়ার জন্য; কারণ, শীতের রাতে গায়ের কম্বল পড়ে গেলে তুলে দেবে কে; সেই বাবাই অমর একুশের প্রভাতফেরিতে যাওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহিত করতেন। বায়ান্নর শহীদদের স্মরণ করতে ষাটের দশকে নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরিতে যোগ দিয়ে যখন বাসায় ফিরতাম, আব্বাকে বলতে হতো কী কী করেছি, কারা কারা মিছিলে ছিলেন।

এগুলো যে তখন বুঝে করতাম, তা নয়। তবে স্কুলের বড় ভাইয়েরা যাঁরা মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাঁরাই এগুলোর আয়োজক ছিলেন বলে একধরনের গর্বও অনুভব করতাম। মাও সে—তুংয়ের লাল বইয়ে কী লেখা ছিল, বুঝতাম না। তবে সিনিয়র ভাইয়েরা যাঁরা ভালো ছাত্র, তাঁরা এটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন দেখে আমিও মাও সে—তুংয়ের ছোট্ট বইটি স্কুলের সাদা জামার পকেটে রেখে ভালো ছাত্র সাজার চেষ্টা করতাম। পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার, টাউন হলে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্যাপন, ফয়জুল্লাহ সাহেবদের মতো সাব---ডিভিশনাল অফিসারের উদ্যোগে স্টেডিয়ামে ভোরে শরীরচর্চা, এগুলোর মতো প্রভাতফেরিও আমার শৈশব ও কৈশোর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যে বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিতে হয়েছে, যে ভাষার লড়াই একদিন স্বাধীনতাসংগ্রামে রূপ নিল, যে স্বাধীনতা আমাদের একটি ভূখণ্ড দিল, পতাকা দিল; সেই বাংলা ভাষা আমরা যখন আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করি, তখন অনেকেই সতর্ক থাকি না। সামজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় যখন লেখালেখি দেখি, তখন নিজের ভেতর একধরনের দারিদ্র্য লক্ষ করি। ছোটবেলায় শিখেছি, আমি একটি লাল জামা পরেছি, আপনার পছন্দ হয়নি, কিন্তু কিছু যদি বলতেই হয়, বলুন, ‘আমি আপনার জায়গায় হলে একটি সাদা জামা কিনতাম।’ স্কুলের হেডস্যার আবু বকর ইংরেজি ট্রান্সলেশনে শিক্ষণীয় বাক্য নিয়ে আসতেন। বলতেন, বাসে বসে সহযাত্রীকে কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করো, ‘অধিক দূর যাইবেন কি?’ ইত্তেফাক বাসায় পৌঁছাতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত, ওটাই ছিল বানান শেখার অবলম্বনগুলোর একটি। হেডস্যার (প্রধান শিক্ষক) বলতেন, বয়সে বড়দের মুরব্বি হিসেবে মানতে হবে। কারণ, তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলিও অমূল্য সম্পদ। বলতেন, শব্দের মৃত্যু হয় না, তাই চিন্তায় ও উচ্চারণে শুদ্ধতা অপরিহার্য। শুদ্ধ বর্ণমালা, শুদ্ধ বাক্য নির্মল বাতাসের মতো, এটি চর্চা করলে জীবন পরিশীলিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর জানতে পারলাম, পদাধিকারবলে আমাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত ঘোষণা মঞ্চ কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মাস তিনেকের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাস আসতেই উপাচার্য (তৎকালীন) আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সিনেট ভবনে শিক্ষা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সভায় এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের সভা ডাকলেন। ঘোষণা মঞ্চের এজেন্ডা আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন সহকর্মী দায়িত্বটি অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষের পরিবর্তে বাংলার একজন অধ্যাপককে দেওয়া যায় কি না, এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আজও জানি না, কেন? কিন্তু মাইক্রোফোনে হঠাৎ বলে ফেললাম, ‘মাননীয় উপাচার্য, অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষও বাংলায় কথা বলেন।’ আমার মনে আছে, পুরো হল ঘর কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরব হয়ে গেল। নীরবতা ভেঙে উপাচার্য পরের এজেন্ডায় গেলেন এবং আমি পাঁচ বছর ঘোষণা মঞ্চ কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছি। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরের হিমশীতল নীরবতা ভাঙার উত্তেজনা এখনো আমাকে শিহরিত করে, আমি আবেগতাড়িত হই। ঘড়িতে রাত ১২টা বাজার পর কোন কণ্ঠটি উচ্চারিত হবে, কোন সুর ও সংগীত বাজানো হবে, কীভাবে সব কার্যক্রম পরিচালিত হবে, এর প্রায় সবকিছুই উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হতো। যখন প্রথম প্রহরে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি’ সুরের মূর্ছনায় সবাই শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে আসত, দুচোখ জলে ভিজে যেত।

এ এক মহাযাত্রা। এ যাত্রায় শরিক হয়ে শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে আজ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছি। একদিন চলে যাব, কিন্তু এ যাত্রা কখনো থেমে যাবে নাএকুশ আমাদের বাতিঘর, আমাদের স্থায়ী ঠিকানা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের অনিবার্য পরিণতি আমাদের স্বাধিকার অর্জন। একুশের শহীদ মিনার তাই হোক আমাদের জাতীয় সংহতির প্রতীক। একুশ আমাদের মহান শহীদদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া অবিনাশী বর্ণমালা। আমরা কি এই বর্ণমালার ব্যবহারে যত্নবান হতে পারি না?

ভালোবাসায় বন্দী

এ্যানা রাজ্জাক আলী, জার্মানি

টেলিফোনের শব্দে সাবরিনার ঘুম ভেঙে গেল। মোবাইল বন্ধ ছিল। ছোট চাচুর ফোনকোথায় ছিলি? ফোন ধরিস না! সাবরিনা লজ্জা পেল। আসলেই এত দেরি হয়ে গেছে। ভার্সিটিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বলো চাচু, দেরিতে ঘুমালে যা হয়!

তুই ক্লাসে যা, সময় পেলে চলে আয়, গল্প করা যাবে। ছোট চাচুর কথা সাবরিনা কখনোই ফেলতে পারে না। ছোটবেলা থেকে চাচুর সঙ্গে অনেক সুন্দর সম্পর্ক। বয়সের পার্থক্য মাত্র ১০ বছরের। তার ওপরে চাচুর বন্ধুকেই সাবরিনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বেঁধে দিলেন আব্বু। সেই থেকে ওখানে যায় সাবরিনা। কিন্তু আজকে একাই যাবে। স্বামী এই মুহূর্তে দেশের বাইরে। গতকালের রান্না করা কিছু ভেজে রাখা কাবাব একটা বক্সে ভরে সঙ্গে নিল। ভার্সিটিতে গিয়ে আনিসার সঙ্গে কমনরুমে দেখা। মেয়েটা দেশের বাইরে বড় হয়েছে। তাই সাবরিনার কৌতূহল অনেক। বিভিন্ন সময় জিজ্ঞাসা করে আনিসার মতামত। তারা টিউটরিয়াল ক্লাসে একসঙ্গে গিয়ে ঢুকল। স্যার ঠিক সময়মতো আসেন। ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। ডিজিটাল ওয়েব ডিজাইনের ক্লাসও বন্ধ, সবাই হইচই করে গল্প শুরু করে দিল। টিচার নতুন মুখ দেখে আনিসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ক্লাস আর ভার্সিটি কেমন লাগছে?

সবাই অনেক মিশুক আর সবার মধ্যেই অনেক একতা, আনিসা বলল। এই যে ‘একতা’ বললেন, কীভাবে মনে হলো? স্যারের প্রশ্ন। এই মুহূর্তে সবাই সবার সঙ্গে কথা বলছে, আগে কখনো দেখিনি, আনিসা বলল। এটা খুবই পজিটিভ। আপনি ব্যাপারটাকে এভাবে দেখলেন। এক ভাষা, একই কৃষ্টি, একতা তো আছেই। সাবরিনা মনে মনে হাসল। স্যার কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান। এই ‘একতা’ই নেই, সবাই কেমন পরস্পরের শত্রুর মতো। অথচ গল্প আর অস্থিরতাকে আনিসার এভাবে একতা হিসেবে দেখাটাও একটু মজা লাগল। সাবরিনা আবার কমনরুমে আনিসার পাশে বসল। ওর মা নার্স। ওরা ওমান থেকে ফিরে এসেছে। ছোটবেলায় আনিসার বাবার মৃত্যু হয় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়। সে অনেক হাশিখুশি একটা মেয়ে। সাবরিনার হঠাৎ মনে হলো, চাচুর বাসায় ওকে নিয়ে গেলে কেমন হয়! এখন আমি চাচার বাসায় যাব। তুমি চাইলে সঙ্গে যেতে পারোআনিসাকে বলল সাবরিনা।

আমার আসলেই কোথাও বেড়ানোর জায়গা নেই, আম্মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। আনিসা তার মাকে ফোন দিলআমার বান্ধবীর সঙ্গে তার চাচার বাসায় কি যাব?

কতক্ষণ? এক ঘণ্টার জন্য, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব। ক্লাস না হওয়ার কারণে বেশি বাজে না।

আনিসাকে সঙ্গে নিয়ে চাচার বাসায় পৌঁছে যাওয়ার পর সাবরিনা দেখল মুখটা বেশ অন্ধকার আনিসার। চাচু তো কাবাব দেখে খুব খুশি। বলল, চা বানা আমার জন্য। আপনিও চা খাবেন আনিসা? আনিসা কোনোরকম মাথা নাড়াল। রান্নাঘরে যাওয়ার সময় সাবরিনা ওকে ডাকল। কিন্তু জড়সড় হয়ে বসেই থাকল আনিসা। সাবরিনা ঠিক বুঝতে পারল না। চাচা জিজ্ঞেস করল, আপনার কথা শুনেছি। ওমান থেকে কত দিন হলো এসেছেন?

আনিসা বলল, ছয় মাস। একুশে ফেব্রুয়ারিতে কি শহীদ মিনারে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? বরিনা যাবে? জিজ্ঞাসা করল আনিসা। তারপর কী ভেবে বলে উঠল, অনেক ভিড় আর ফুল দেওয়া, এটা যেন কেমন মনে হচ্ছে! সাবরিনা চা আর কিছু খাবার নিয়ে ঢুকল। এটা বাঙালির আবেগ আর কৃষ্টি। না, আমি যাব না, গন্ডগোলও হয় মাঝেমধ্যে। চাচা বলল, আমি সঙ্গে যেতে পারি চাইলে। সাবরিনা চুপ করে গেল। আনিসা বলে উঠল ভাষা নিয়ে আমরা এত গর্ব করি, তাহলে ইংরেজি স্কুলে দেশ কেন ভরা?

চাচা বলল, ইংরেজি ভাষা ছাড়া কোনো কাজই চলে না। আর অসুবিধা কোথায়, যদি আমরা সব ভাষাকে ভালোবাসি! আনিসা একটু খেপে বলে উঠল, হ্যাঁ, এই ভালোবাসায় আমরা বলি, ‘বাট’ আর ‘সো’। এখানেই ফাইস্যা গেছি। সাবরিনা আর হাসি চাপতে পারল না। চাচা কাবাব মুখে দিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনি এ রকম মুড অফ করে আছেন কেন? সাবরিনা একটু বিব্রত হয়ে বলল, আহ চাচু! আনিসা বলল, এখানে আসার আগে ভেবেছিলাম আপনি একজন বয়স্ক মানুষ, তাই আম্মা এখানে আসতে নিষেধ করেননি। এ কথা বলে আনিসা নিজেই অনেক জোরে হেসে উঠল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলার বড়দোয়ালী এলাকায় পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন কর্পোরেটর রত্ন দত্ত।

যোগীঘোপায় আই ডাব্লু টি টার্মিনাল জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

নতুন দিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল যোগিঘোপায় অভ্যন্তরীণ জলপথ টার্মিনাল (আইডাব্লুটি) উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাথরের চিপ সহ ১১০ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে এমভি ত্রিশূল ও অজয় এবং দীক্ষা নামের দুটি বার্জ সহ একটি জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা সূচনা করেন। ২০২১এর ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এই টার্মিনালটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি ভুটানের গেলেফু থেকে ৯১কিলোমিটার, বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১০৮ কিলোমিটার এবং গুয়াহাটি থেকে ১৪৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাংলাদেশ ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জোগিঘোপা টার্মিনাল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পিআইডব্লিউটি অ্যান্ড টি-র অধীনে ঘোষিত বন্দরগুলির মধ্যে একটি। ২০২৭ সালের মধ্যে, এই টার্মিনালটি প্রতি বছর ১.১ মিলিয়ন টন পণ্যসম্ভার পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমভি পদ্মা নেভিগেশন -২ জাহাজটি অজয় ও দীক্ষা বার্জ সহ ১১০ মেট্রিক টন কয়লা বহন করছে, আর এমভি ত্রিশূল পাথরের চিপ নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, 'দেশের জলপথ পরিবহণ ক্ষেত্রের জন্য আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে, জলপথ পরিবহনে এক বিরাট রূপান্তর ঘটছে, যা ভারতের লজিস্টিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ''বিকাশিত ভারত '-এর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে চালিত করছে। জোগিঘোপায় আইডাব্লুটি টার্মিনালটি এই অঞ্চলে সংযোগকে রূপান্তরিত করতে এবং ভুটান ও বাংলাদেশের সাথে ত্রিপক্ষীয় বাণিজ্যকে শক্তিশালী করতে প্রস্তুত।

কৌশলগত আঞ্চলিক প্রকল্প এবং বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে, ভারত নিবিড়ভাবে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন সংযোগের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথের প্রবেশদ্বার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এইভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সংহতকরণে অবদান রাখছে দক্ষিণ এশিয়া।

৮২ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত, জোগিঘোপা টার্মিনালে পণ্যসম্ভার পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক স্তরের লাফিং (ইএলএল) ক্রেনের জন্য ডিজাইন করা একটি আরসিসি পদ্ধতির সঙ্গে একটি আরসিসি জেটি রয়েছে। টার্মিনালে প্রশাসনিক ভবন, শুল্ক অফিস ভবন, ইমিগ্রেশন অফিস, ট্রাক পার্কিং এলাকা, পাওয়ার ব্যাক আপ সহ ১১০০ বর্গমিটার স্টোরেজ এলাকা এবং ১১.০০০ বর্গমিটার ওপেন স্টোরেজের মতো অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ জলপথের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, 'অভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নয়ন ভারতে লজিস্টিক ক্ষেত্রের রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় প্রতিশ্রুতি বহন করে। আমাদের নদী ও জলাশয়ের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে আমরা পণ্য পরিবহনের জন্য একটি টেকসই, সাশ্রয়ী এবং দক্ষ মাধ্যম তৈরি করতে পারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে, সরকার জাতীয় জলপথ আইন, ২০১৬, অভ্যন্তরীণ জাহাজ আইন, ২০২১-এর মতো অনেক যুগান্তকারী আইন এনেছে এবং অন্যান্যগুলি পণ্যসম্ভার ও যাত্রী পরিবহণ উভয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষমতায়িত ও সক্ষম করার জন্য জারি করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভুটান সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী লিয়নপো নামগিয়াল দর্জি, অসম সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, অসম সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী বিমল বোরা, অসম সরকারের পরিবহণ মন্ত্রী জোগেন মোহন, সাংসদ বারপেটা কেন্দ্রের সাংসদ রকীবুল হুসেন, ধুবড়ি কেন্দ্রের সাংসদ প্রদীপ সরকার, বিধায়ক বিজয় কুমার প্রমুখ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এনডাব্লু-২-এর ব্যাপক উন্নয়ন, পাণ্ডুতে জাহাজ মেরামতের সুবিধা, বোগীবিল টার্মিনাল উন্নয়ন, পাণ্ডুর শেষ মাইল সংযোগের মতো কয়েকটি প্রকল্প বর্তমানে উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলপথের উন্নয়নের জন্য বিপুল বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি চালানোর ক্ষেত্রে এই জলপথগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। যোগীঘোপায় নতুন আইডাব্লুটি টার্মিনালের পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ।

অসমের পাশাপাশি উত্তরপূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইডাব্লুটি জোগিঘোপার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী সোনোয়াল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব এই রূপান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছে। আমরা যখন বিকাশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন উত্তর-পূর্বের বিপুল সম্ভাবনার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র এর সঙ্গে আমাদের সমৃদ্ধ ও জটিল আন্তঃ নদী ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, সরকার এই অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে পিএম গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের অংশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ জলপথগুলি ২০৪৭সালের মধ্যে আমাদের অর্থনীতির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উপাদানগুলিকে আত্মনির্ভর ভারতে পরিণত করতে সক্ষম করবে।

পর্যটন ক্ষেত্রেও অভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব রয়েছে। এমভি গঙ্গা বিলাসের ঐতিহাসিক যাত্রা ক্রুজ পর্যটনের সম্ভাবনাকে ''বিশ্বের দীর্ঘতম রিভার ক্রুজ'' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং ২৭ টি বিভিন্ন নদী ব্যবস্থা, ৫ টি রাজ্য এবং দুটি দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমন করেছে। গত এক দশকে রিভার ক্রুজ পর্যটন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে রিভার ক্রুজ জাহাজের সংখ্যা ৩টি থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ২৫টি হয়েছে।

গুয়াহাটিতে একটি বিশ্বমানের রিভার ক্রুজ টার্মিনাল তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও, শিলঘাট, বিশ্বনাথ ঘাট, নিয়ামতি এবং গুইজানে ৪টি ডেডিকেটেড রিভার ক্রুজ টার্মিনাল গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে পর্যাপ্ত অফশোর সুবিধা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার আগামী পাঁচ বছরে ভারতে ক্রুজ পর্যটন বাড়ানোর জন্য ''ক্রুজ ভারত মিশন'' চালু করেছে, যার লক্ষ্য ১০ টি সমুদ্র ক্রুজ টার্মিনাল, ১০০ টি নদী ক্রুজ টার্মিনাল এবং পাঁচটি মেরিনা স্থাপন করা। মিশনটি ক্রুজ কল এবং যাত্রীদের দ্বিগুণ করতে, আঞ্চলিক জোটকে শক্তিশালী করতে এবং ২০২৯ সালের মধ্যে সমুদ্র ও নদী ক্রুজ ভ্রমণকারীদের উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে চায়, যা সারা দেশে পর্যটন ও সংযোগ বৃদ্ধি করে। সরকার সারা দেশে জাহাজগুলির নিরাপদ ও মসৃণ চলাচলকে সহজতর করার লক্ষ্যে ১১১ টি জাতীয় জলপথ এবং অভ্যন্তরীণ জাহাজ আইন ২০২১ ঘোষণা করে জাতীয় জলপথ আইন ২০১৬ প্রণয়ন করার মতো বড় আইন প্রণয়ন করেছে।

আইডাব্লুএআই কোচি ওয়াটার মেট্রো মডেলের প্রতিলিপি তৈরি করতে গুয়াহাটির একটি সহ ১২ টি রাজ্যের ১৮ টি শহরে জল মেট্রো প্রকল্প বিকাশের জন্য শহুরে জল পরিবহন ব্যবস্থা জোরদার করার পরিকল্পনা করেছে বলে জানান সর্বানন্দ সোনোয়াল।

আইডাব্লুটি জোগিঘোপা:

২০২৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগীঘোপায় অভ্যন্তরীণ জলপথ টার্মিনালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। আইডাব্লুএআই, পিএসডাব্লু মন্ত্রক টার্মিনাল নির্মাণের জন্য এনএইচআইডিসিএল-কে দায়িত্ব দিয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮২.০৩ কোটি টাকা। ১৫ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, টার্মিনালটি ৪ লেনের রাস্তা এবং এনএইচ ১৭ সংলগ্ন যোগীঘোপায় এমএমএলপি-র সঙ্গে সংযুক্ত।

বাংলাদেশ ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য এই টার্মিনালটি গুরুত্বপূর্ণ। জোগিঘোপা টার্মিনালের দূরত্ব গেলেফু ভুটান (গেলেফু মাইন্ডফুলনেস সিটি) থেকে মাত্র ৯১ কিলোমিটার দূরে যেখানে ভুটানের রাজকীয় সরকার একটি আধুনিক শহর নির্মাণের কাজ করছে। টার্মিনালটি আইডাব্লুটি দ্বারা বি ''বর্ডার থেকে ১০৮ কিলোমিটার এবং গুয়াহাটি থেকে ১৪৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই টার্মিনালটি কলকাতা/হলদিয়ায় আইবিপি রুটের মাধ্যমে বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্বের বরাক উপত্যকার পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত। টার্মিনালের প্রকল্পটিতে রয়েছে প্রশাসন ভবন, শুল্ক ভবন, অভিবাসন ভবন, ওপেন স্টোরেজ ৪১২ কেভিএ সংযোগ সহ সুরক্ষা, সুরক্ষিত সীমানা প্রাচীর, ১৫০০ বর্গমিটার পর্যাপ্ত ট্রাক পার্কিং সুবিধা, ক্যান্টিন এবং বিশ্রাম কক্ষের সুবিধা। টার্মিনালের প্রাথমিক ক্ষমতা ১.১ এমটিপিএ। এই টার্মিনাল থেকে পরিচালিত প্রাথমিক পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে খাদ্যশস্য, সার, টার কয়লা/বিটুমিন, পিওএল ও অপরিশোধিত তেল, ভোজ্য তেল, ফ্লাই অ্যাশ, আমদানিকৃত কয়লা, পাথরের চিপ ইত্যাদি। এম. এম. এল. পি যোগীঘোপার সঙ্গে যোগীঘোপা টার্মিনালের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি রেলওয়ে বিজি সাইডিং স্থাপনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাঁকুড়ায় হাসপাতাল চত্বর থেকে গাছ উধাও

বাঁকুড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কোতুলপুরের গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর থেকে একের পর এক গাছ উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে বহু পুরনো ও মূল্যবান গাছ ছিল। সম্প্রতি হাসপাতাল চত্বর থেকে বেশ কয়েকটি গাছ কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার তদন্তে নামে বিষ্ণুপুর জেলা স্বাস্থ্য দফতর। উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২-এর নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। এদিকে বিএমওএইচ ---কে ৭ দিনের কম্পালসারি ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য দফতর স্পষ্টভাবে জানায়নি, ছুটিতে পাঠানোর কারণ কী।

হাসপাতাল চত্বর থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা দাবি করেছে, স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টি যেন গুরুত্ব দিয়ে দেখে ও দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়।

দ্বারকায় অনুসন্ধান শুরু করল আন্ডারওয়াটার আর্কিওলজি উইং

নতুন দিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ (পি.আই.বি): গুজরাটের আরব সাগরের জলের তলায় দ্বারকার অবশেষাংশ অনুসন্ধানে নামলো আরকিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা,এএসআই। এএসআই-এর অতিরিকডিরেক্টর জেনারেল অলক ত্রিপাঠির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক অনুসন্ধানকারী প্রত্নতত্ত্ব টিম দ্বারকা উপকূলে জলের নীচে যুগান্তকারী অনুসন্ধান শুরু করেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য সমুদ্র উপকূলের গোমতী খাঁড়ির কাছে একটি এলাকাকে বেছে নিয়েছেন টিমের অন্যতম নির্দেশক (খনন ও অনুসন্ধান) এইচ কে নায়ক, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. অপরাজিতা শর্মা, পুনম বিন্দ এবং রাজকুমারী বারবিনাকে নিয়ে গঠিত টিম। প্রথমবারের মতো, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সর্বাধিক সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিকদের সমন্বয়ে গঠিত এএসআই-র এই দলটির সমুদ্রের তীর থেকে দুরে সমুদ্রের তলদেশে অর্থাৎ অফসোরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এই অফসোর অনুসন্ধানটি এএসআইয়ের নতুন আন্ডারওয়াটার আরকিওলজিকাল উইং ইউ এ ডব্লিউ(জলেরতলায় প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান শাখার একটি অংশ, যা সম্প্রতি দ্বারকা এবং বেট দ্বারকায় (গুজরাট) অফশোর জরিপ এবং তদন্ত চালানোর জন্য পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ইউএডব্লিউ জলের নীচে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

জলের তলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান গবেষনার জন্য ১৯৮০ এর দশকে ইউ এ ডব্লিউ গঠন করা, হয়। ২০০১ সাল থেকে, শাখাটি লাক্ষাদ্বীপের বঙ্গরাম দ্বীপ, তামিলনাডুর মহাবলীপুরম , গুজরাটের দ্বারকা, মনিপুরের লোকটাক হ্রদ এবং মহারাষ্ট্রের এলিফ্যান্টা দ্বীপ এর মতো সাইটগুলিতে অনুসন্ধান চালিয়েছে। ইউএডাব্লু-এর প্রত্নতাত্ত্বিকরা জলের নীচে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও সুরক্ষার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী (আইএন) এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার সাথেও সহযোগিতা করেছেন।

এর আগে আন্ডারওয়াটার আর্কিওলজি উইং ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দ্বারকায় অফশোর এবং উপকূলে খননকার্য চালায়। ভাটার সময় উপকূলীয় অঞ্চলগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে যেখানে ভাস্কর্য এবং পাথরের নোঙ্গর আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে, জলের নীচে খনন কাজ করা হয়েছিল।

বর্তমানে ইউ এ ডব্লিউর এই অনুসন্ধান কাজ ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এএসআইয়ের মিশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সিলিং ফ্যান খুলে পড়ায় জখম এক পরীক্ষার্থী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বুধবার দুপুরে পরীক্ষা চলাকালীন সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে জখম এক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে মহেশতলা পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে। গুরুতর জখম ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর চিকিৎসা চলছে বাঙুর হাসপাতালে। গোটা ঘটনায় প্রশ্নের মুখে স্কুল কর্তৃপক্ষর ভূমিকা। পরীক্ষার আগে কেন সিলিং ফ্যানগুলি পরীক্ষা করে দেখা হল না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

বেশ গরম পড়তে শুরু করায় প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ফ্যান চালানো হচ্ছে।

SCHOLARSHIP AND MERIT AWARD NOTIFICATION

Since the number of application as received as on date through BMS portal for Pre- Matric Scholarship (VI to VIII) for the year 2024-25 is found less than the number of enrolled students and same is revealed in regards to Merit Award, thus in the interest of eligible SC students it has now become pertinent to extend the time line for submission of online applications by the left out students as well as for verification against the same by the concerned DNOS. As such, the date & timeline for online application of Pre-matric Scholarship by SC students for class VI-VIII and Dr.B.R.Ambedkar Merit Award (Class VI-IX & Madhyamik/ H.S. Passed with 60% marks in annual/board examination) for the financial year 2024-25 through BMS portal (https://bms.tripura.gov.in) is further extended in continuation to the earlier Notification of this office vide No.5-5(A)/SCW/PLG/PMS VI-VIII/2024-25/20694-762 dated 30-12-2024. Details of extended timeline are given below:-

Submission/re-submission of application by Institute Nodal Officer (INO)	Upto 28th February, 2025
Verification/re-verification of application by District Nodal Officer (DNO)	Upto 07th March, 2025

Others terms and conditions shall remain unchanged.
This notification should be brought to the notice of the students by all the Head of the Schools/Institutions/Principals and by the District Welfare Officers/ District Education Officers/ Sub-Divisional Welfare Officers as well as Inspector of Schools. Further, it is hereby brought to the knowledge of all the DNOS and INOS that there will be no scope for further extension of date in future in this context for the year 2024-25.
For more details all concerned may visit the website URL https://scw.tripura.gov.in of the Department for Welfare of Sch. Castes, Govt. of Tripura.
ICA/D/1888/25

Director, SC Welfare Govt. of Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 24/EE/WR-III/UDP/2024-25

SL. No	Name of work / DNIT No.	Estimated Cost / Earnest Money	Last date of receipt of application	Last date of dropping of Tender	Opening of Tender
1	D.N.I.T No. 71/EE/WR-III/UDP/DNIT/2024-25	3,58,800.00 / 7,176.00	ON OR AFTER 13.02.2025 TO 5.00 PM on 21.02.2025	Upto 3.00 PM ON 01.03.2025	On 01.03.2025 at 3.30 PM. if possible
2	D.N.I.T No. 72/EE/WR-III/UDP/DNIT/2024-25	3,53,200.00 / 7,064.00			
3	D.N.I.T No. 73/EE/WR-III/UDP/DNIT/2024-25.	3,58,800.00 / 7,176.00			
4	D.N.I.T No. 74/EE/WR-III/UDP/DNIT/2024-25	3,58,800.00 / 7,176.00			
5	D.N.I.T No. 75/EE/WR-III/UDP/DNIT/2024-25	3,58,800.00 / 7,176.00			
6	D.N.I.T No. 76/EE/WR-III/UDP/DNIT/2024-25	4,99,550.00 / 9,991.00			

N.B: The detailed notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub- Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur (vi) W.R. Sub-Division, Karbook during office hours
ICA/C-3943/25

(Er. Rati Rn. Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

On behalf of the Udaipur Municipal Council, the undersigned hereby invites the sealed percentage rate tender in prescribed format, from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 01.03.2025 and the time & date of opening of tender at 4.00 A.M on 01.03.2025 if possible for the following works. If any bidders are interested, he/she may downloading and bidding from https://tripuratenders.gov.in at cost of Tender form Rs. 1000/- only. Other necessary details can be seen in the office hours of the undersigned.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	Construction of 01 (one) No. SBDTW at SH: Installation of submersible motor along with providing & laying of Pipeline distribution in/c other allied works under Tripura Sundari Sub-Div Hospital, Udaipur during the year 2024-25, UMC/UDP/2024-25	Rs. 3,85,137.00	Rs. 7,703.00	01 (One) Months
2	Construction of soling road from house of Simasish Debnath to house of Shanti Karmakar (L= 63.80 m) & from house of Chandan Bhowmik to house of Sudip Biswas (L= 96.50) under ward no- 02, UMC/UDP/2024-25, Total Length = 160.30 M.	Rs. 2,35,784.00	Rs. 4,716.00	03 (Three) Months
3	Development of parking area at the back side of TSCB, Udaipur Branch situated at central road under ward no- 06, UMC/UDP/2024-25, Total Area = 3382.61 Sqm.	Rs. 36,84,871.00	Rs. 73,697.00	03 (Three) Months
4	Construction of paver block road near house of Mrinmoy Krishna Das under Ward No. 12. UMC/UDP/2024-25. Total Length=84.24 M.	Rs. 4,40,694.00	Rs. 8,814.00	02 (Two) Months
5	Construction of flat brick soling road in/c side wall from PWD road to the house of Pradip Das, at Ward No 17, under Udaipur Municipal Council area, during the year 2024-25. Total soling length= 56.00 m, side wall length= 35.00 m.	Rs. 1,70,051.00	Rs. 3,401.00	03 (Three) Months
6	Construction of brick soling road from the house of Kanan Das to Ashish Das, at Ward No 17, under Udaipur Municipal Council area, during the year 2024-25. Total Length= 53.00 m.	Rs. 1,29,845.00	Rs. 2,597.00	03 (Three) Months
7	Construction of Anganwadi Centre kitchen room under Ward No 21, UMC/UDP/2024-25 under Udaipur Municipal Council.	Rs. 1,57,089.00	Rs. 3,142.00	03 (Three) Months

ICA/C-3925/25

Chief Executive Officer
Udaipur Municipal Council Udaipur, Gomati District,Tripura.

PNIe-T No. 157/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25 Dated: 10/02/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Providing, Installation and commissioning of Hi-wall Split type Air Conditioning Machines in the Studio based VC Room in the Court Complex of the District & Session Judge, Sepahijala District , Sonamura during the year 2023-24. DNIeTNo.97/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25	Rs 155250.00	Rs 3105.00	15(fifteen) Days	Up to 3:00 PM on 24/02/2024	At 3:30 PM on 24/02/2024

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 3919/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD Agartala

পলাতক আসামী সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পলাতক আসামীর নাম শ্রী সুনীল ত্রিপুরা, পিতা- মৃত নিকুঞ্জ ত্রিপুরা, ঠিকানা- আন্নারাম চৌধরী পাড়া, লংথরাই, থানা- আমবাসা জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা। অনেক খোঁজা-খুজির পরও উক্ত আসামী কে খোঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত পলাতক আসামীকে মহামান্য আদালত কর্তিক ফেরার আসামী ঘোসনা করা হইয়াছে, যাহার মোকদ্দমা নাম্বার ছট্ট-জ) ২৩ দ্র ২০২১ এবং তাকে এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষনা হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ জারি হইল এবং সে যদি যথা সময়ের মধ্যে মহামান্য আদালতে উপস্থিত না হয়, তাহলে উক্ত আসামীর অনুপস্থিতিতে তাহার বিরুধ্যে মহামান্য আদালত কতৃক একতরফা শুনানি ঘোষনা শুরু হইবে।

উক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ- পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা দুরাভাষনম্বর :- ০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল,ধলাই) ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
ICA/D-1893/25

স্বাক্ষর:-
মিছির লাল দাস
পুলিশসুপার ধলাই জেলা,আমবাসা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-VIII/EE/RDUD/G/2024-2025 DATED-15-02-2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 30-02-2025 for the following work,
1. Hiring of Eeco Vehicle I/C Driver and Fuel under Killa R.D Block Udaipur, under Gomati Tripura District during the year 2024-25.
For visit details website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3936/25

(Er. T.K. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

NIT NO: e-PT-26/EE/RD/MNU/D/2024-25, dt.15-02-2025.

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Manu Division, Government of Tripura invites item rate separate c-tender (single bid system) for Public Auction (unserviceable building) under RD Manu Division from the eligible bidders up to 2.00 P.M. on 24-02-2025 as per the terms condition mentioned in DNIT. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3931/25

For and on behalf of Governor of Tripura
Er. Binoy Kr.Jamatia Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai

Notice Inviting Quotation

Sealed Quotations are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for replacement of earthing for Tripura State Data Centre under the Directorate of Information Technology, Govt. of Tripura.
Detailed item description and quantities other terms & conditions may be seen at https://dit.tripura.gov.in/. The interested bidders may now drop their quotation at the office of the undersigned on or before 21/02/2025 upto 2 PM.
ICA/C/3915/25

Director, IT Govt. of Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

থাইরয়েড রয়েছে, রোজ ওষুধ খান? এই সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুদ্ধি, বিকাশ এবং শারীরবৃত্তীয় নানা সমস্যার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল থাইরয়েড হরমোন। থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে থাকে। মহিলারা এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি পড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ থেকে শরীরে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিতে থাকে। শরীরে যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপো থাইরয়েডিজম।

আর যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপারথাইরয়েডিজম।

থাইরয়েডের সবচেয়ে পরিচিত সমস্যা হল হাইপোথাইরয়েডিজম। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি এই সমস্যায় পড়েন। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন -এর কারণেই এই সমস্যা বেশি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রদাহজনিত সমস্যা হলে তাকে বলা হয় হাইপার থাইরয়েডিজম। এটিকে গ্রেভস ডিজিজও বলা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে গয়টারের মত সমস্যাও আসে।

হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, উদ্বেগ, ঘন ঘন মলত্যাগ, ঘুমোতে অসুবিধে, পেশীতে দুর্বলতার মত একাধিক সমস্যা দেখা যায়। এছাড়াও স্নান করতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে আসা, ঘুম একেবারেই না হওয়া, ক্লান্তি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এসবও হল থাইরয়েডের লক্ষণ।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বাড়লে ক্লান্তি আসবেই। সেই সঙ্গে পেশীতে টান লাগা, জয়েন্টের ব্যথা, গলার স্বরে পরিবর্তন এবং মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়তে থাকলে সাবধান হন। মেয়েদের ক্ষেত্রে যা হয় তা হল পিরিয়ডসের সমস্যা খুবই বেড়ে যায়। আর তাই সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে। বছরে অন্তত ২ বার থাইরয়েড পরীক্ষা করান। পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি যা পরামর্শ দেবেন সেই মতো চলুন। থাইরয়েডের ওষুধ নিজে থেকে খাবেন না বা খেতে থাকলে নিজে বন্ধ করে দেবেন না। এই ওষুধের নির্দিষ্ট ডোজ থাকে। তাই চিকিতক যেমন বলবেন সেভাবে ওষুধ খান। এছাড়াও থাইরয়েডের সমস্যা হলে যে সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন- থাইরয়েড থাকলে ফুলকপি, বাঁধাকপি আর ব্রকোলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। শীতে এই সব সবজিই বেশি পাওয়া যায় এবং তা শরীরের জন্যেও ভাল। তা সত্ত্বেও এড়িয়ে যান। সেই সঙ্গে তেল-মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি, মিষ্টি, পাঁউরুটি, কেক, বাদাম এসবও বাদ দিতে হবে। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছও একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল।

কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয়

কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডায়াবেটিস এসব আজকাল খুবই সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঘরে এখন এই সমস্যা জাঁকিয়ে বসেছে। প্রতি পরিবার পিছু একজন করে আক্রান্ত এই কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যায়। কোলেস্টেরল একরকম মোমজাতীয় পদার্থ যা আমাদের রক্তেই থাকে। ভাল কোলেস্টেরল যেমন থাকে তেমনই খারাপ কোলেস্টেরলও থাকে।

আর এই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তখনই বেশি সমস্যা হয়। চর্বি যুক্ত খাবার বেশি খেলে তখনই কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। এই কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লেই ধমনীতে রক্ত প্রবাহ বাধা পায়। এর ফলে হার্ট অ্যার্টাক, স্ট্রোকের পাশাপাশি একাধিক সমল্যা হতে পারে। কোলেস্টেরল বাড়লেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

কোলেস্টেরল কমাতে যা কিছু করবেন নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম, শরীরচর্চা এসব করতেই হবে। সেই সঙ্গে একেবারে কম চর্বিযুক্ত খাবার, ফাইবার, ফল, শস্যদানা এসব বেশি করে খেতে হবে। একই সঙ্গে রক্তপরীক্ষায় কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে পারেন আয়ুর্বেদের এই সমস্ত টোটকা। আমলা ও আদার রস- ট্রাইগ্লিসারাইড আর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুব ভাল কাজ করে আদা ও আমলার জুস। ১০ মিলি আমলা জুস আর ৫.৫ মিলি আদার রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার রোজ সকালে খালিপেটে এই রস খেলে কাজ হবে। এছাড়াও রসুন, কারিপাতা, পেঁয়াজ, সজনের ফল আর ডাঁটা নিয়মিত ভাবে খেলেও কাজ হবে। এছাড়াও তিলের তেল, সরষের তেল ব্যবহার করুন রান্নায়। যদিও তেল মেপে খেতে হবে। কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয় খুব ভারী কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ বেশি গুরিপাক খাবার হজম করতে যেমন সময় লাগে তেমনই শরীরের উপরেও চাপ পড়ে। খিদে পেলে তখনই খাবেন তবে পেট ভরে খাবেন না। রাতে সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। খুব তেলঝাল, মশলাদার খাবার রাতে একেবারেই চলবে না।

কোলেস্টেরল বাড়ার আরও একটি অন্যতম কারণ হল কোনও রকম শরীরচর্চা না করা। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করতে হবে। সাইকেল চালান, সাঁতার কাটান যে কোনও একটা এক্সসারসাইজ ৩০ মিনিট করতেই হবে। এতে শরীর থেকে অতিরিক্ত টক্সিন বেরিয়ে যায়। নিয়মিত ভাবে হাঁটা, জিম, দৌড় নো এসব করতেই হবে। মানসিক চাপ কম করতে হবে। জীবনে নানা সমস্যা, স্ট্রেস থাকবেই। আর তাই স্ট্রেস এড়িয়ে চলতেই হবে। রোজ অন্তত ১০ মিনিট মেডিটেশন করুন। এতে মানসিক চাপ কমবে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই কাজে দেয় এই মেডিটেশন। টেনশন করলে হার্টের সমস্যা আসে, বাড়ে সুগারও।

মাছ খেতে ভালবাসেন না এমন বাঙালি কমই আছেন

মাছ খেতে ভালবাসেন না এমন বাঙালি কমই আছেন। বাজারে গেলেই থলি ভর্তি করে বিভিন্ন ধরনের মাছ আসে। ভেটকি মাছ এলেই আমরা হয় ঝাল আর না হয় ফ্রাই বানিয়ে ফেলি। তবে এই মাছ দিয়ে ভিন্ন স্বাদেরও বিভিন্ন ধরনের রেসিপি বানানো যায়। রেস্তরাঁয় গিয়ে স্টার্টারে লেমন বাটার গার্লিক ফিশ অনেকেই খেয়েছেন হয়তো।

বাড়িতেই খুব সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়ে এই রেসিপি আপনিও বানিয়ে ফেলতে পারেন। রইল রেসিপি।

উপকরণ: ভেটকির ফিলে: ৫টি (মোটা করে কাটা) মাখন: ৩ টেবিল চামচ ময়দা: ৪ টেবিল চামচ লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ পার্সলে কুচি: ২ টেবিল চামচ রসুন কুচি: ১ টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স: ১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ নুন: স্বাদমতো তেল: ৩ টেবিল চামচ প্রণালী: ভেটকি মাছের টুকরোগুলিতে নুন, লেবুর রস ও গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে মিনিট ১৫ রেখে দিন। এ বার একটি থালা ময়দা ছড়িয়ে নিয়ে মাছের টুকরোগুলির গায়ে ময়দা মাখিয়ে নিন। ননস্টিক পাত্রে তেল গরম করে মাছের টুকরোগুলি ভেজে নিন। খুব বেশি লালচে করবেন না। এ বার একটি প্যানে মাখন গরম করে তাতে রসুন কুচি ফোড়ন দিন। এক চামচ ময়দা দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। মিনিট খানেক পর একে একে লেবুর রস, নুন, চিলি ফ্লেক্স, পার্সলে কুচি মিশিয়ে দিন। সসতৈরি হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এ বার একটি পাত্রে মাছের টুকরোগুলি সাজিয়ে উপর থেকে সস্টি ছড়িয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন লেমন বাটার গার্লিক ফিশ।

রক্তে শর্করা কিছু পাতা করতে পারে মুশকিল আসান

রক্তে শর্করার মাত্রা এক বার বেড়ে গেলে তা সহজে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। খাওয়াদাওয়ায় একটা বড় পরিবর্তন আসে। মিষ্টি তো জীবন থেকে বাদ যায় বটেই, আরও অনেক খাবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

নিয়মমাফিক রুটিন মেনে চলার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধও খেতে হয়। অথচ এত কিছু করা সত্ত্বেও ডায়াবিটিস বশে থাকে না কিছুতেই।

তখন ঘরোয়া টোটকার উপর ভরসা রাখা ছাড়া উপায় থাকে না। চেনা কিছু পাতা ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সু থাকতে কয়েকটি পাতার উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারেন।

তেজপাতা

রান্নায় স্বাদ আনতে তেজপাতা ফোড়নের কোনও বিকল্প নেই। তেজপাতার রয়েছে আরও অনেক গুণ।

ডায়াবেটিকদের জন্য তেজপাতা মহৌষধির মতো কাজ করে। তেজপাতা ভেজানো জল খেলে শর্করার মাত্রা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পেয়ারা পাতা শরীরের খেয়াল রাখতে পেয়ারা নিঃসন্দেহে উপকারী। তবে পেয়ারা পাতারও উপকারিতা কম নয়। ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে পেয়ারা পাতার রস সত্যিই ওষুধের মতো কাজ করে। পেয়ারা পাতায় রয়েছে ভিটামিন সি, ফ্ল্যাভোনয়েডস, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। এগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেয় না। ইনসুলিন ক্ষরণের পরিমাণও কমে।

নিমপাতা

যতই অপছন্দের হোক, ডায়াবিটিস বাড়লে নিমপাতা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। সুস্থ থাকতে নিমপাতার উপর ভরসা রাখতেই হবে। নিমপাতায় রয়েছে ফ্ল্যাভোনয়েডস, গ্লাইকোসাইডস। নিমপাতায় থাকা এই উপাদানগুলি শর্করার মাত্রা বিপদসীমা পেরোতে দেয় না। মেথির শাক স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকে শাকসব্জির মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে মেথিশাক। ডায়াবিটিস থাকলে রোজ মেথির শাক খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। মেথি শাকে রয়েছে অ্যান্টি-ডায়াবিটিক উপাদান। ওষুধের পাশাপাশি ডায়াবেটিকেরা যদি মেথি শাক খান, তা হলে শর্করার মাত্রা বশে রাখা সহজ হয়ে যায়।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ৪০ শতাংশ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদিক ভেষজ

ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। রোজকার জীবনযাত্রা, অতিরিক্ত মশলাদার খাওয়া দাওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যালোরির খাওয়ার খাওয়া, ফাস্টফুড বেশি মাত্রায় খেলে সমস্যা বাড়বেই। যে পরিমাণ ক্যালোরির খাবার আমরা রোজ খাই তার তুলনায় কিছুই ঝরানোর সুযোগ থাকে না। সব মিলিয়ে চড়চড়িয়ে বাড়ছে রক্তশর্করা। শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে নয়, শিশুদের ক্ষেত্রেও জাঁকিয়ে বসছে এই সমস্যা। বিশ্বজুড়েই নীরব ঘাতকের মত থাবা বসাচ্ছে ডায়াবেটিস। কেন ডায়াবেটিস হয় তার সঠিক কোনও ব্যখ্যা নেই। তবে অগ্ন্যাশয় থেকে যে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ হয় সেই হরমোন যদি খুব কম ক্ষরিত হয় বা একেবারেই না হয় তাহলে সেখান থেকে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। এতেই বাড়তে থাকে রক্তশর্করার পরিমাণ। যে কারণে সব মানুষের উচিত বছরে দুবার রক্তপরীক্ষা করানো। সেই রিপোর্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। তিনি যে ভাবে ওষুধ খেতে বলবেন বা চলতে বলবেন সেই ভাবেই চলুন। ওষুধের ডোজ নিজে থেকে ঠিক রকবেন না। পাশাপাশি ডায়েট, শরীরচর্চা, এসবও চালিয়ে যেতে হবে। আয়ুর্বেদিক চিকিতক মিহির খাত্রী ডায়াবেটিস রুখতে বিশেষ একটি ভেষজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নিয়মিত এই ভেষজের সেবনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবেই। পরিবারের কারোর যদি ডায়াবেটিস থাকে বা নিজে যদি কোনও সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই রোজ চুমুক দিন এই পানীয়তে। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমবে। রক্ত শর্করার পরিমাণ যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, কিডনির সমস্যা, ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া, মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া এরকম একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই নিজেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খুব ভাল কাজ করে আমলা। আমলা আর কাঁচাহলুদ একসঙ্গে খেতে পারলে অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বাজারে যে কাঁচা আমলকী পাওয়া যায় তা কিনে এনে আগে রস বের করে নিন। অন্তত ১০ মিলি রস বের করুন। এবার এতে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। রোজ সকালে খালিপেটে খান। ২ সপ্তাহ খেয়ে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখুন। এরপর আবার ১ সপ্তাহ খান। এতেই কাজ হবে। যদি কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই খান।

কম সময়ে ওজন কমাতে প্রোটিনের জুড়ি মেলা ভার

কম সময়ে ওজন কমাতে প্রোটিনের জুড়ি মেলা ভার। ডায়েট চলাকালীন প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। প্রোটিন ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। প্রোটিন দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখতে সাহায্য করে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সেই কারণেই ডায়েট করার সময় বেশি করে প্রোটিন খাওয়ার দিকে জোর দিতে বলা হয়। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের তালিকা দীর্ঘ। তবে প্রোটিন আছে মানেই খাবারটি স্বাস্থ্যকর হবে, সেটাও নয়। এমন অনেক খাবারে ভরপুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে, যেগুলি খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সেই ঝুঁকি এড়াতে ডায়েট করার সময় কোন খাবারগুলি ভুলেও খাবেন না? দুগ্ধজাত খাবার দুধ, চিজ, ইয়োগার্ট হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত রাখতে অনেকেই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খান। কিন্তু ওজন ঝরানোর পর্বে এই খাবারগুলি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। এই ধরনের খাবারে শুধু প্রোটিন নেই, ফ্যাটও রয়েছে সমপরিমাণে। এই ফ্যাট ওজন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রক্রিয়াজাত খাবার ডায়েট করছেন বলে জলখাবারে লুচি, পরোটার বদলে সসেজ, বেকন খাচ্ছেন? ভুল করছেন। এই খাবারগুলিতে প্রোটিনের পাশাপাশি সোডিয়ামও রয়েছে। সোডিয়াম গ্যাস-অম্বলের অন্যতম কারণ। ঘন ঘন গ্যাস-অম্বল হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে।

বাদাম ডায়েট চলাকালীন মাঝে মাঝে মুখ চালাতে বাদামের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। বাদামে প্রোটিনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তবে বাদামে প্রোটিন ছাড়াও ক্যালোরি, ফ্যাটও রয়েছে। বেশি বাদাম খেলে আবার ওজন বেড়ে যেতে পারে।

প্রোটিন বার রোগা হওয়ার জন্য প্রোটিন বার খান অনেকেই। প্রোটিন বার শরীরের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। কিন্তু প্রোটিন বারে বাড়তি চিনি থাকে। শরীরে চিনি প্রবেশ করা মানেই ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই ওজন ঝরানোর পর্বে খাওয়াদাওয়া নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। ডাল ওজন কমানোর পর্বে বেশি করে ডাল খাওয়ার কথা বলে থাকেন পুষ্টিবিদরা। ডালের মতো উপকারী খাবার সত্যিই খুব কম আছে। তবে ডালে প্রোটিন যেমন রয়েছে, কার্বোহাইড্রেটও সমপরিমাণে রয়েছে। প্রোটিন ওজন কমাতে সাহায্য করলেও কার্বোহাইড্রেট ওজন বাড়িয়ে দেয়।

রতন দাসের দু'টি কবিতা

পাখা যদি কথা বলতো

আমি একটু অবাক হলাম
যখন তাকে দেখি,
সে একদম শান্ত-নিস্তব্দ
দাঁড়িয়ে আছে সে কী?
হঠাৎ এক বার্তার আগমন
আমার শীতল মনে,
বুঝা গেলো কেন, সে, শান্ত
সাময়িক কিছুক্ষনে।
ওআচ্ছা এখন শীতকাল
তাই,থামালো তার গতি,
শীতে শীতে কাতর দেহ
ঘুরলেই হবে ক্ষতি।
সময়টা বিশ্রামের
তিন চারটে মাস
বসন্তের প্রায় শেষে,
চলবে আবারও তীব্র গতিতে
শু শু শব্দের রেসে।
হলেও ক্লান্ত নিস্তার পাবেনা
অবিরাম সে ঘুরবে,
উষ্ণতা বাড়বে ক্ষনেক্ষনে তার
অস্ত্রগুলি সব পুড়বে।
একটু বিশ্রাম চাই,
চাইবে সে বলতে,
কিন্তু কিভাবে বলবে?
মুখ যে তাকে বিধাতা দেয়নি,
শিখিয়েছে শুধু চলতে।
নয়তো ঠিকই বলতো কেঁদে
ভারী চিকন সুরে,
এই গ্রীষ্মেতে, একটু দয়া করো
হৃদয় যাচ্ছেপুড়ে।

ডিসেম্বর হারিয়ে গেছে

আমাদের একটা ডিসেম্বর ছিল,
তখন পরীক্ষা হতো শেষ,
থাকতো না কোনো
পড়াশুনার ঝামেলা
সুখেই থাকতাম বেশ।

সে সময় চলতো শুধু খেলা
মনে জাগতো,বেড়াতে
যাওয়ার সাধ,
চারিদিকে শুধু পিকনিকের গুঞ্জন
খুলে যেত আনন্দের
সীমাহীন বাঁধ।

সবে মিলে এক অন্যরকম
আমেজ
বাতাসেও ভেসে
আসতো আনন্দের গীত,
ভুলে যেতাম কী ঠিক, কীভুল
ফলাফল হলে হোক,
হীতের বিপরীত।

সে সময় মনে হতো
জীবনের আর কোনো
লক্ষ্য নেই,
যাকরে যেতে চায়, এই মন
করে যেতে হবে তা, এমাসেই।

যত দিন পর্যন্ত,জানুয়ারির
সিঁড়িতে পড়বেনা পা
থামা হবেনা অন্ত,
চলতো আনন্দ উল্লাস, তীব্র
গতিতে
নতুন ক্লাস শুরু হওয়া পর্যন্ত।

কতট াপাল্টে গেলো, এই
ডিসেম্বর
আমাদের জীবন থেকে,
পালালো সে, সব সুখ শান্তি নিয়ে
একাকী আমাদের রেখে।

সে কী, আসবেনা কখনো ফিরে
নিয়ে সেই আনন্দবার্তা,
যাতে ভরে উঠবে মন
পেতাম ফিরে আবারো ,
সেই স্বাধীনতা।

'সময় বলবে কথা'

দীপক রঞ্জন কর

ভাঙ্গলো ঘর আর মন্দির
স্মৃতি সৌধ বাড়ি প্রাসাদ ,
আর কি কি ধ্বংস করে
মিটবে তোদের মনের সাধ।
সকল কিছুরই আছে অন্ত
দুষ্টের পরিণতি ভালো নয় ,
ঈশ্বর আল্লাহ যাকেই মানিস
হৃদয়ে খানিক রাখিসভয়।
ধর্মের দোহাইয়ে জোর খাটিয়ে
সাধু সন্তে পুড়লে জেলে
বিবেক জ্ঞানে দেখিসভেবে
অত্যাচারে শুধু ঘৃণাই মেলে।
দেশ কারো একের নয় রে
ধর্মের নামে পাবিনা পার ,
মানুষে মানুষের ভেদাভেদে
কি বুঝলি ধর্মের সার।
হৃদয়ে স্থান রয়েছে যার
মুছবি কিভাবে বোকা সব
আগুন জ্বেলে রক্ত ঢেলে
কিসের এত করিসগৌরব।
সন্ত্রাস রক্ত আগুনে মেতে
খেলছিস যে নিষ্ঠুর খেলা ,
সময় বলবে শেষ কথা
বুঝবে উন্মাদ শেষের বেলা।
কিসের আশ,ফেলে লাশ
আর কত করবি বিনাশ ?
ভেঙ্গে গুড়িয়ে,আগুনে পুড়িয়ে
মুছবে না অতীত ইতিহাস।
সবুজ বাংলা থাকবে সবুজ
রক্ত কান্নারও হবে শেষ ,
পাপিষ্ঠের প্রতিহত করেই
সাজবে আবার নতুন দেশ।।

বুধবার আগরতলায় পুরনিগমের নর্থ জোনের উদ্যোগে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ডিমা হাসাওয়ের প্লাবিত কয়লা খাদান থেকে উদ্ধার সর্বশেষ পাঁচ শ্রমিকের পচাগলা মৃতদেহ, বন্ধ অভিযান

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ৪৫ দিনের মাথায় ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোর তিন কিলো এলাকার কালামাটিতে প্লাবিত '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' (কয়লা খাদান) থেকে সর্বশেষ পাঁচ শ্রমিকের মৃতদেহ আজ (বুধবার) উদ্ধার করা হয়েছে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী এ খবর নিশ্চিত করে বলেছেন, 'খাদান থেকে সম্পূর্ণ জল নিষ্কাষণের পর আজ উদ্ধারকারী দলগুলি অবশিষ্ট পাঁচটি দেহ উদ্ধার করেছে। তাঁদের শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। এর সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উদ্ধার অভিযান।'

এদিকে এনডিআরএফ সূত্রে জানা গেছে, পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য উদ্ধারকৃত পাঁচ শ্রমিকের মরদেহ উমরাংসো থানা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ (১৯ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কয়লা খাদানে এনডিআরএফ-এর ইনস্পেক্টর আরকে সিঙের নেতৃত্বে উদ্ধার অভিযান তত্ত্বাবধান করেছেন এসি মনোজকুমার রাণা। সামগ্রিকভাবে অভিযান মনিটরিং করেছেন এনডিআরএফ-এর প্রথম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট এইচপিএস কাণ্ডারি সমেত সিএমও (ওজি) ড. মফি আপ করিম এবং এসি (ওয়ার্কস) মহম্মদ আরিফ জিয়া।

উল্লেখ্য, আজ প্রথমে এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। আরও চারজন খাদানে আবদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীতে চার মৃতদেহ উদ্ধারের পর সব নয় (৯) শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে গত ৮ জানুয়ারি এক এবং ১১ জানুয়ারি তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল উদ্ধারকারী দল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৬ জানুয়ারি সকাল প্রায় ৯.০০টা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী উমরাংসো থানা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত ৩ কিলো এলাকায় অবস্থিত কালামাটি বস্তিতে প্রায় ৩০০ ফুট গভীর '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি'-তে আচমকা বাইরে থেকে হড়কা বানের জল হু হু করে দ্রুতগতিতে ঢুকে পড়লে নয়জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করতে ভারতীয় পদাতিক সেনা, বায়ুসেনা, নৌবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আসাম রাইফেলস, ওএনজিসি সহ বিভিন্ন উদ্ধারকারী সংস্থাকে নামানো হয়েছিল।

কিন্তু ১১ তারিখ পর্যন্ত চার শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও পাঁচ শ্রমিককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি নিয়োজিত অভিযানকারী সংস্থাগুলি। ফলে গত ১৮ জানুয়ারি ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী সহ বিভিন্ন উদ্ধারকারী সংস্থা তাঁদের অভিযান বন্ধ করে ফিরে গিয়েছিল। পরবর্তীতে নামানো হয় এনডিআরএফ-এর প্রথম ব্যাটালিয়নকে। তাঁদের প্রচেষ্টায় আজ সব শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে কয়লা খাদানে নয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ধরে তাঁদের নিকট-আত্মীয়ের হাতে ১০ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে মরিগাঁওয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৮ জানুয়ারি উমরাংসোতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃত নয় শ্রমিকের নিকট-আত্মীয়দের হাতে ১০ লক্ষ টাকা করে একাকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন রাজ্যের খনি ও খনিজ সম্পদ দফতরের মন্ত্রী কৌশিক রাই।

শ্রীভূমির কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির সভা

শ্রীভূমি (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রীভূমির কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ১৪-তম বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির এক সভা সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য মিশনরঞ্জন দাস, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ শিক্ষার অধিকর্তা ড. মনোরঞ্জন নেওগ। প্রধান বিজ্ঞানী ড. এএসএন জামান ছিলেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে।

সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস তাঁর বক্তৃতায় দ্বি-ফসল চাষের গুরুত্ব এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির কৌশল, সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত, ভোকাল ফর লোকাল এবং শ্রীভূমি জেলার স্থানীয় পণ্যের প্রচারের মতো জাতীয় উদ্যোগগুলি তুলে ধরেন।

ড. নেওগ দ্বি-ফসল চাষ, ত্রি-ফসল চাষ, নাগেশ্বরুই হাঁস সংরক্ষণ এবং শ্রীভূমির স্থানীয় লঙ্গাই বেগুন সংরক্ষণের মাধ্যমে জেলার ফসলের বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি জেলার কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য সহযোগী বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় করে কাজ করার গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েঠেন।

সভায় শ্রীভূমি জেলার 'উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণামূলক সাফল্যের গল্প' শীর্ষক একটি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। কেন্দ্রীর য় বিদ্যালয় (কেভি) শ্রীভূমির প্রবীণ বিজ্ঞানী এবং প্রধান ড. পি চৌধুরী ২০২৪-২৫ সালে কেভিকে কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ২০২৫-২৬ সালের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

জেলা পশুচিকিৎসা কর্মকর্তা, ব্লক পশুচিকিৎসা কর্মকর্তা, মৎস্য উন্নয়ন কর্মকর্তা, কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা, আইএফএফসিও, ডিআই, ইএপিএল, গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, অয়েল পাম মিশন সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রধানরা, সেচ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী, এলডিএম অফিসের সিনিয়র ম্যানেজার, রেশম চাষ অফিস, কাছাড়ের রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার, সমবায় সমিতি এবং জেলার প্রগতিশীল কৃষক ও উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তাঁরা তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে কৃষকদের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপর বক্তব্য পেশ করেছেন। ড. পি চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা শেষ হয়। কেভিকে-র বিষয় বিশেষজ্ঞরা যথাক্রমে ড. পূরবী তামুলি ফুকন (উদ্যানপালন), ড. জয়শিখ সনোয়াল (প্রাণী বিজ্ঞান), চিন্ময় দেউরি (কৃষিবিদ্যা), এবং খামার ব্যবস্থাপক রাসেন বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা করেছেন।

শ্রীভূমির বেবিল্যান্ড হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা ও সজাগতা অভিযান

শ্রীভূমি (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের শুরুকৃত রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা ও সজাগতা অভিযানের অংশস্বরূপ আজ বুধবার শ্রীভূমি শহরে অবস্থিত বেবিল্যান্ড হাইস্কুলে এক সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীভূমি জেলা সৈনিক কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আজ সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে এক ঘণ্টা এই সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রায় ২২০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। সচেতনতা অভিযানে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, দেশ রক্ষায় সৈনিকদের ভূমিকা, আত্মত্যাগ ও অন্যান্য গঠনমূলক বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করেছেন বিভিন্নজন।

জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক বলেন, এ ধরনের সচেতনতা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস এবং একাগ্রতা বাড়বে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরাও বক্তব্য পেশ করে তাঁদের মতামত তুলে ধরেছেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করার জন্য জেলা সৈনিক কল্যাণ বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।শ্রীভূমির বেবিল্যান্ড হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা ও সজাগতা অভিযান

শ্রীভূমি (অসম), ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যের শুরুকৃত রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা ও সজাগতা অভিযানের অংশস্বরূপ আজ বুধবার শ্রীভূমি শহরে অবস্থিত বেবিল্যান্ড হাইস্কুলে এক সচেতনতা কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চারবাগে ভুয়ো মহিলা পরীক্ষক গ্রেফতার

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনে এক ভুয়ো মহিলা টিকিট পরীক্ষক যাত্রীদের টিকিট চেক করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জিআরপি তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়া কাজল সরোজ, ভদোহি জেলার মালপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে চারবাগ রেলওয়ে স্টেশনের মহিলা ওয়েটিং রুমে মহিলা যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করছিল বলে অভিযোগ। তার কাছে টিকিট পরীক্ষকের পোশাক ও একটি আইডি কার্ড ছিল, তবে সেটি ভুয়ো বলে জানা গেছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃত কাজল সরোজ দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো টিটি সেজে মহিলা ভক্ত ও যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করছিল। জিআরপি এই ঘটনার তদন্ত করছে।

ডিমা হাসাওয়ের উমরাংসোর প্লাবিত কয়লা খাদান থেকে উদ্ধার পঞ্চম শ্রমিকের মৃতদেহ

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোর তিন কিলো এলাকার কালামাটিতে প্লাবিত '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি' (কয়লা খাদান) থেকে পঞ্চম শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল, জানিয়েছেন রাজ্যের খনি ও খনিজ মন্ত্রী কৌশিক রাই।

মন্ত্রী কৌশিক রাই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, 'আজ উদ্ধারকারী দলগুলি আরও একটি দেহ উদ্ধার করেছে। তাঁকে শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।'

উল্লেখ্য, এ নিয়ে মোট উদ্ধারকৃত মৃতদেহের সংখ্যা বেড়ে পাঁচে দাঁড়িয়েছে। আরও চারজন খাদানে আবদ্ধ রয়েছেন। এর আগে গত ৮ জানুয়ারি এক এবং ১১ জানুয়ারি তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল উদ্ধারকারী দল।

প্রসঙ্গত, গত ৬ জানুয়ারি সকাল প্রায় ৯.০০টা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী উমরাংসো থানা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত ৩ কিলো এলাকায় প্রায় ৩০০ ফুট গভীর '১৯ নম্বর আসাম কয়লা কোয়ারি'-তে আচমকা বাইরে থেকে হড়কা বানের জল হু হু করে দ্রুতগতিতে ঢুকে পড়লে নয়জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

আইনজীবীর ফ্ল্যাটে আগুন লাগাতে গিয়ে গুরুতর জখম দুষ্কৃতী

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগুন লাগাতে এসে মঙ্গলবার রাতে গুরুতর জখম এক দুষ্কৃতী। পরে পুলিশ গ্রেফতার করে। অনুমান, আক্রোশ থেকে আইনজীবীর ফ্ল্যাটে আগুন দিতে এসেছিল দুষ্কৃতী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ডানলপে।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আইনজীবীকে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা ছিল তার? নাকি নিছক ভয় দেখাতেই এই আগুন? সেই প্রশ্নও উঠেছে।সূত্রের খবর, বরানগর থানা এলাকার ডানলপ মোড়ের কাছেই একটি আবাসনে ফ্ল্যাট নিয়ে পরিবারের সঙ্গে থাকেন আইনজীবী বিক্রম সিং। তাঁদের আদি বাড়ি পঞ্জাবে। বেশ কিছুদিন ধরে আইনজীবী বিক্রম সিং দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা লড়ছেন। সেই আক্রোশ গিয়ে পড়ে আইনজীবীর উপর।

মঙ্গলবার রাতে স্কুটিতে চড়ে সকলের নজর এড়িয়ে দুষ্কৃতী ওই আইনজীবীর ফ্ল্যাটে হানা দেয়। ওই আইনজীবী পরিবার নিয়ে পঞ্জাবে গিয়েছেন। সে কারণেই ফ্ল্যাট তালাবন্ধ ছিল। ফ্ল্যাটে লোকজন থাকলে বড় অঘটন ঘটতে পারত বলেই মনে করা হচ্ছে। ঘটনার পর ওই আবাসনের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

আগুন লাগার ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় আবাসনে। স্থানীয়রাই সেই আগুন কিছু সময়ের চেষ্টায় নিভিয়ে ফেলে।

স্থায়ী উন্নয়ন এবং সম্পদের দক্ষতার প্রচারের জন্য শিল্প-ক্ষেত্রে এক বৃত্তাকার পদ্ধতি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ: মিঃ ভূপেন্দ্র যাদব

নতুন দিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ইন্ডিয়ান রিসাইক্লিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (আরইআইএআই) আয়োজিত "বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তন ২০২৫" শীর্ষক একদিনের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।

মঙ্গলবার আয়োজিত এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'ভারত বছরে প্রায় ৬২ মিলিয়ন টন বর্জ্য উৎপন্ন করে। এরমধ্যে প্লাস্টিক, বৈদ্যুতিন এবং বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, টেক, মেক এবং ডিসপোজমেন্টের পুরনো অর্থনৈতিক মডেল এখন আর সুস্থায়ী নয়। জমি ভরাট করার উপর ক্রমবর্ধমান চাপ, প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস এবং অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবেশগত ক্ষতি প্রশমিত করতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তিনি বলেন, বৃত্তাকার অর্থনীতি কেবল একটি বিকল্প নয়; এটা এখন অপরিহার্য। আমরা কীভাবে উপকরণ উৎপাদন, ব্যবহার এবং পরিচালনা করি এটি তার একটি মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, একটি সুকার্যকরী বৃত্তাকার অর্থনীতি কেবল প্রাকৃতিক সম্পদেরই সংরক্ষণ করে না বরং শিল্প উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেও উৎসাহ জোগায়।

শ্রী যাদব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে সরে গিয়ে বর্জ্য থেকে সম্পদ উদ্যোগের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, 'পণ্যের নকশা তৈরি করা থেকে শুরু করে এর ব্যবহারের শেষ স্তর পর্যন্ত, প্রতিটি পর্যায়ে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার এবং চক্রাকারে ব্যবহারের বিষয়টি ভবিষ্যতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, বর্জ্যকে বোঝা হিসেবে নয়, সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে। অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সামাজিক সুরক্ষা অর্জনের জন্য সুস্থায়ী অনুশীলন গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের সার্কুলার ইকোনমির বাজারমূল্য ২ ট্রিলিয়ন ডলার হবে এবং এক্ষেত্রে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি স্টার্ট-আপ এবং নতুন পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য উৎপাদনকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রকৃতির দক্ষ পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে এই বৃদ্ধিকে পরিবেশগত স্থায়িত্বের সাথে যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকৃতির মতো কেউ পুনর্ব্যবহার করতে পারে না।

দেশের পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্প থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজগুলির আমদানি হ্রাস করতে নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিকাশ ও গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শ্রী যাদব। তিনি আরও বলেন, "সার্কুলার ইকোনমির নীতি গ্রহণ করলে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যায়।

সম্পদ দক্ষতার দিকে এই পরিবর্তনটি আত্মনির্ভর ভারতের আমাদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বিশ্ব বাজারে ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতাকে তা বাড়িয়ে তোলে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, এটেনডেন্ট প্রডিওসার রেসপনসিবিলিটি (ইপিআর) কাঠামো গঠন করা সহ নীতি ও বিধিবিধান প্রণয়নের জন্য মন্ত্রক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, যা পুনর্ব্যবহারকারীদের উৎসাহ জোগাচ্ছে এবং অনানুষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থায় সংহত করছে। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজতর করা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করা। মন্ত্রক ইতোমধ্যে ই-বর্জ্য, মেয়াদউত্তীর্ণ যানবাহন, প্লাস্টিক প্যাকেজিং, বর্জ্য টায়ার, বর্জ্য ব্যাটারি এবং ব্যবহৃত তেল সহ বেশ কয়েকটি বাজার ভিত্তিক এটেনডেন্ট প্রডিওসার রেসপনসিবিলিটি (ইপিআর) সম্পর্কে বিধিমালা বিজ্ঞাপিত করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নিবন্ধিত পুনর্ব্যবহারকারীদের ইপিআর সার্টিফিকেট বিক্রি থেকে অর্জিত রাজস্ব একটি অতিরিক্ত লাভের সুযোগ প্রদান করে।

শ্রী যাদব বলেছেন, সরকার নীতি নির্ধারণ করেছে, তবে সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং সংস্থান দক্ষতাকে প্রচারের জন্য একটি শিল্প-ক্ষেত্র জুড়ে বৃত্তাকার পদ্ধতি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রী এই দিক থেকে ৪ টি মূল কৌশলের কথা তুলে ধরেছেন:

১- বৃত্তাকারে ব্যবহারের জন্য পণ্যগুলিকে পুনরায় ডিজাইন করা: পুনর্ব্যবহারযোগ্যতার জন্য সংস্থাগুলিকে এককালীন-ব্যবহারের মডেল এবং ডিজাইন পদ্ধতির বাইরে বেরোতে হবে। পচনশীল, পুনঃব্যবহারযোগ্য এবং মডুলার উপাদানগুলিকে সংহত করে পণ্যের জীবনচক্রকে প্রসারিত করতে এবং বর্জ্য হ্রাস করতে সহায়তা করতে হবে।

২- উন্নত পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ: সর্বাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করতে পারে, পুনঃব্যবহারযোগ্যতার মাত্রাকে উন্নত করতে পারে।

৩- সাপ্লাই চেইন সহযোগিতার শক্তিশালীকরণ: ব্যবসায়গুলিকে সম্পদ ব্যবহারের অনুকূলকরণ, ক্লোজড-লুপ উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করতে এবং গৌণ কাঁচামালের জন্য বাজার তৈরি করতে ভ্যালু চেইন জুড়ে সহযোগিতা করতে হবে।

৪- ভোক্তা সচেতনতা এবং আচরণগত পরিবর্তন: সার্কুলারিটির জন্য সক্রিয় ভোক্তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। শিল্পগুলিকে অবশ্যই ভোক্তাদের জড়িত করতে, পুনর্ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে এবং সুস্থায়ী ভোগ আচরণের প্রচারের জন্য প্রচারাভিযানে বিনিয়োগ করতে হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব এবং কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (সিপিসিবি) চেয়ারম্যান ডঃ অমনদীপ গর্গ বলেছেন, 'বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থায় কাজ করার ক্ষেত্রে বিশাল শূণ্যতা যেমন রয়েছে তেমনি বিশাল সম্ভাবনাও রয়েছে। কারণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্পের ভূমিকা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যগুলির আমদানি হ্রাস করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কর্পোরেট হাউসগুলিকে তাদের পরিকল্পনায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য ডিজাইনকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বৃত্তাকার অর্থনীতির রূপান্তরকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান রিসাইক্লিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ অশোক কুমার, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং প্রায় ২০০ প্রতিনিধি, পরিবেশ বিজ্ঞানী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পেশাদার এবং নীতিনির্ধারকরা ।

নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় রেলকে তুলোধোনা হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় রেল এবং কেন্দ্রকে তুলোধোনা করল দিল্লি হাই কোর্ট।রেলের কাছে দিল্লি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চাইল, কেন এত টিকিট বেচা হল? বহন ক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রীকে টিকিট দেওয়া হয় কোন হিসাবে?

দিল্লি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, "আপনারা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কী এমন পদক্ষেপ করেছেন? সংবিধান অনুযায়ী রেলের আধিকারিকদের দায়িত্ব সব ট্রেনে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীকেই টিকিট দেওয়া। এবং এই সংখ্যাটাও প্রতিটি কোচের বাইরে লেখা থাকা উচিত।"

হাই কোর্ট বলে, "রেলের আধিকারিকরা আর একটু দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে এই পরিস্থিতি এড়ানো যেত। হাই কোর্টের প্রশ্ন, "শনিবার রাতে কেন বাড়তি টিকিট দেওয়া হল যাত্রীদের? কেন ট্রেনগুলির যাত্রী বহন ক্ষমতায় নজর রাখা হল না? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোথাও একটা উপেক্ষা হয়েছে।"

শনিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে কুম্ভযাত্রীদের ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাতে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, কুম্ভ যাওয়ার উদ্দেশে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন নয়াদিল্লি স্টেশনে। আসলে নয়াদিল্লি স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন হয় সরাসরি কুম্ভে যাওয়ার কথা, নয়তো কুম্ভ হয়ে অন্য গন্তব্যে যাওয়ার কথা। সেই ট্রেনগুলির আশায় দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। পুলিশ ও রেল সূত্র বলছে, অতিরিক্ত ভিড় এবং গুজবের জেরে দুর্ঘটনা।

কাকদ্বীপে জোড়া খুনের মামলা থেকে অব্যাহতি পুলিশকর্তী দময়ন্তীর

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাকদ্বীপে জোড়া খুনের ঘটনার মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন আইপিএস দময়ন্তী সেন। বুধবার এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল তাঁকে।

খুনের ঘটনায় একটি সিট গঠন করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। যার দায়িত্বে ছিলেন দময়ন্তী সেন। তাঁর পরিবর্তে এখন সিটের নেতৃত্ব কে দেবেন, তা আদালত নির্ধারণ করবে পরবর্তী শুনানিতে।

২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে স্থানীয় সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, ঘরে আগুন লাগিয়ে ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে খুন করা হয়। সেই ঘটনায় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ সিট গঠনের নির্দেশ দেয়। যার নেতৃত্ব দেওয়া হয় দময়ন্তী সেনকে।

রাজ্য সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। এই বছর জানুয়ারিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দেয়। শারীরিক অসুস্থতাকেই তুলে ধরে এই তদন্তভার থেকে বেরিয়ে আসতে চান দময়ন্তী সেন। আদালতকে আইপিএস জানান, বিভিন্ন রোগে তিনি আক্রান্ত ফলে গাড়ি চড়ায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মানসিক চাপ নেওয়াও এখন ঠিক নয়। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে ওই খুনের মামলায় নাম জড়ায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার। পুলিশি তদন্তে একাধিক ত্রুটি উঠে আসে। তারপর সিট গঠন করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি মান্থার এজলাস। মৃত ওই বাম নেতার ছেলে নতুন করে আরও একটি মামলা দায়ের করেছেন।

কিশোরী-সহ তিন মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু, তদন্তে উঠছে একাধিক প্রশ্ন

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ কলকাতায় দে পরিবারে এক কিশোরী-সহ তিন মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। বুধবার শহরময় আলোড়ন জাগায় এই ঘটনা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।

গড়ফা থানা এলাকায় মেট্রোর পিলারে ধাক্কা দেয় একটি গাড়ি। ২ ভাই জখম হন, নাম প্রসূন ও প্রণয় দে। সঙ্গে ছিল প্রণয়ের ছেলে প্রতীপও। কীভাবে দুর্ঘটনা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তাতেই প্রকাশ্যে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই দুই যুবক জানান, তাঁরা সপরিবারে নাকি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পুলিশের দাবি, ওই যুবকরা জানিয়েছেন, তাঁদের দুজনের স্ত্রীরা বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যু হয়েছে পরিবারের নাবালিকা সন্তানেরও। তারপরই আত্মহত্যা করতেই নাকি বাড়ি ছেড়েছিলেন দুই ভাই। কিন্তু কপালজোরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ঘটনা একাধিক প্রশ্ন তুলে দেয়। আত্মহত্যার তত্ব ধোপে টেকেনি।

মহাকুম্ভ ২০২৫ : ভারতীয় রেলওয়ের বিশাল লজিস্টিক প্রচেষ্টা, ইতিমধ্যে চলছে ১২,৫৮৩টি ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াগরাজে চলমান বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ মহাকুম্ভ ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করার জন্য লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সুগম যাত্রা নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ে এক বিশাল লজিস্টিক প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত রেকর্ড-সংখ্যক ৫৩ কোটি পুণ্যার্থী পবিত্র স্নান সম্পন্ন করেছেন। ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং অভূতপূর্ব জনসমাগম সামলাতে তথা কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সুগম যাত্রা নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের নিরাপদ ও দক্ষ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা এবং উন্নত ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

আজ বুধবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, মহাকুম্ভ-২০২৫ চলাকালীন পুণ্যার্থীদের অভূতপূর্ব সমাগমের সাথে মোকাবিলা করতে তথা সুগম ও দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপক রেল পরিচালনার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে মোট ১৩ হাজার ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২,৫৮৩টি ট্রেন ইতিমধ্যেই পরিচালিত করায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীরা সুগম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

কুম্ভমেলায় যোগ দিতে ১৩ জানুয়ারি (২০২৫) পর্যন্ত ৩.০৯ কোটির বেশি পুণ্যার্থী রেলের মাধ্যমে ভ্রমণ করেছেন। এর ফলে বৃহত্তম লজিস্টিক উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে রেলওয়ে। যাত্রী পরিবহণকে অগ্রাধিকার দিতে তথা যাত্রীবাহী রেল নেটওয়ার্ককে মুক্ত রাখতে সমস্ত পণ্যবাহী ট্রেনের পথ ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর (ডিএফসি) দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে।

যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করতে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে নয়টি রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণ, ৪৮টি নতুন প্ল্যাটফর্ম, ২১টি ফুট ওভার ব্রিজ সংযোজন এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে ১,১৮৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন সহ পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া যানজট হ্রাস করতে ১৫১টি মোবাইল ইউটিএস কাউন্টার সহ ৫৫৪টি টিকেটিং পয়েন্টের ব্যবস্থার মাধ্যমে টিকিট বুক করার প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে যাত্রীরা যাতে সহজেই নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারেন তার জন্য কালার-কোডেড নেভিগেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

সুরক্ষা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে ১৩ হাজার রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মী, ১০ হাজার সরকারি রেলওয়ে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান এবং সুগম ট্রেন পরিচালনা নিশ্চিত করতে ৩ হাজারের বেশি রানিং স্টাফ নিয়োজিত করেছে।

সামাজিক ব্যাধি দূর করতে শিক্ষকের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ফেব্রুয়ারি: শিক্ষক অজন্ত রায়ের এক অভিনব উদ্যোগ - এসো কথা বলি। বর্তমান মানুষ একাকিত্বের দোসর। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জন সংযোগ দিলেও, বাস্তবে আমরা জনবিচ্ছিন্ন। কথা বলার প্রয়োজনীয় মানুষের অভাব। আর এর ফাঁকেই বেড়ে চলছে নানান সামাজিক ব্যাধি।

আর তাই, সাতনালা দ্বাদশের শিক্ষক নিয়ে এলেন এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ- এসো কথা বলি। এই অনন্য অনুষ্ঠানের সুচনা করলেন রাজ্যের অন্যতম শিক্ষক অজন্ত রায়।

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন বাল্য বিবাহ, নেশার রমরমা, স্কুল ড্রপআউট, সামাজিক অসাম্যতা সহ আরো নানাবিধ বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে নিয়ে কথা বলার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মসূচীর আজ যাত্রা শুরু। আজ দশদা ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম সাতনালা গ্রামের একটি এলাকায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাল্যবিবাহ, ড্রাগস আর সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে এই কথা বলার প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২৫ জন গ্রামবাসী।

শিক্ষক জয়ন্ত রায় মনে করেন, আজকের সময়ে মানুষ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন, আর এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়েই আমাদের চারপাশে ঘটে চলছে একের পর এক অসামাজিক কাজ। আজকাল মানুষের হাতে কোন সময় নেই কথা শোনার কথা বলার, সবাই এখন মোবাইল নামক বস্তুর অধীনে। মানুষ একাকী হতে হতে সম্পর্ক ছেড়ে দিতেও রাজি। আর তাই কাঞ্চনপুর সাতনালা এলাকা, যা শ্রী রায়ের কর্মস্থলও বটে, সেখান থেকেই কথা বলবার জন্য হাতে হাত রাখতে উদ্বাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন অজন্ত রায়।

কল্যাণপুরে কৃত্রিম জলসেচে ধানরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি: গোটা খোয়াই জেলার মধ্যে কল্যাণপুর একটা অন্যতম কৃষি প্রধান এলাকা। যুগ যুগ ধরেই এলাকার একটা বিরাট অংশের মানুষ সরাসরি কৃষির সাথে যুক্ত। এরই মধ্যে আধুনিক সময়ে আধুনিক পন্থা পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আধুনিক মানের জল সেচ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিভিন্ন কারণেই।

স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কৃষি এবং কৃষক কল্যাণদপ্তর এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং সহকারি দপ্তর গুলোকে কাজে লাগিয়ে গোটা কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকাতে কৃষিকে আরো বিকশিত করতে আধুনিক জল সেচ ব্যবস্থার প্রয়োগ করে চলেছে। এবং এই সময়ের মধ্যে বাস্তব চিত্র দাবি করছে সরকারের বা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের মুখে হাসি তৈরি করছে।কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বাগান বাজার, দক্ষিণ দুর্গাপুর, শান্তিনগর, ঘিলাতলি, কমলনগর ইত্যাদি এলাকাতে কৃত্রিম জল সেচ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের ধান রোপনের ব্যাপক ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সরাসরি বক্তব্য হচ্ছে তারা একসময় বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর থাকলেও এখন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে জল সেচ ব্যবস্থার সুফল কুড়িয়ে আধুনিক পন্থা পদ্ধতি অনুসরণ করে চাষবাস করে ভালোই চলছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি:আগরতলা পুর নিগমের ২০নং ওয়ার্ড ও বড়দোয়ালী যুব মোর্চার উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আগামী ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যুব মোর্চা।

আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ড এবং বড়দোয়ালী যুব মোর্চার উদ্যোগে বুধবার এলাকার সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পারিবারিক গিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশ গঠনের যে বার্তা দিয়েছেন সেই বার্তা বাস্তবায়িত করতে হলে এইসব ছাত্র-ছাত্রীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলে উদ্যোক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটের সমর্থনে সিপাহিজলায় মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ ফেব্রুয়ারি:কেন্দ্রীয় বাজেটের সমর্থনে বুধবার বিজেপি সিপাহীজলা উত্তরাংশের উদ্যোগে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়। বাজেট পেশের জন্য মোদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপি সিপাহীজলা উত্তারংশের উদ্যোগে মিছিল হয় বিশালগড়ে।

উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সাধারন সম্পাদক ভগবান দাস, টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, জেলা সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ অন্যন্যরা। রঘুনাথপুর জেলা অফিসের সামনে থেকে অফিসটিলা বাজারে এসে পথসভা হয়। পথসভায় নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

সম্বুরাম পাড়ায় নতুন হেলথ সেন্টারের কাজ দেখলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি:কল্যাণপুর আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত সম্বুরাম পাড়া এলাকায় নতুন হেলথ সাব-সেন্টারের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আজ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার সরকারি প্রকল্প হিসেবে গৃহীত এই হেলথ সাব-সেন্টার নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ হতে চলেছে। এটি চালু হলে গ্রামবাসীরা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরিবর্তে স্থানীয়ভাবেই প্রাথমিক চিকিৎসা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, টিকাকরণ, এবং অন্যান্য জরুরি স্বাস্থ্যপরিষেবা পেতে পারবেন। সরেজমিন পরিদর্শনকালে বিধায়ক কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, "এই কেন্দ্র চালু হলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। তাই, কাজের মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।" বিধায়ক আরও জানান যে চলতি মাসের মধ্যেই নির্মাণকাজ শেষ হবে এবং এটি সাধারণ মানুষের সেবায় উন্মুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। বর্তমান সরকার গ্রামাঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।' এই প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলায় স্থানীয় বাসিন্দারা খুশি এবং তারা বিধায়কসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

লোকসংস্কৃতি সংসদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় গাইবেন মন্ত্রী বিধায়ক-আমলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি:আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে লোকসংস্কৃতি সংসদ দ্বারা আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। এদিন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য শুধাংশু দাস, রাজ্য বিধানসভার সদস্য কিশোর বর্মন, রাজ্য প্রশাসনের সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী-আইএএস, এডভোকেট পুষ্পিতা চক্রবর্তী এবং নজরুল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ মৃনাল নাথ শর্মা।

এছাড়া লোকসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে থাকবে, মনোরঞ্জন দাস -(সাব্রুম), মোঃ খালেক মিঞা(অমরপুর), মীনাক্ষী দাস(মেলাঘর), মোঃ শাকিল (উদয়পুর), বিশাল দেব (কুমারঘাট) এবং সাগর ঘোষ(খোয়াই)।

এছাড়া আগরতলা থেকে আছেন লিলেন দেব, সজল সাহা এবং শ্যামা নমঃ। যন্ত্রানুসঙ্গে থাকবেন- তবলায় নারায়ন বিশ্বাস, শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য, রজত নাথ, কি বোর্ডে আছেন আকাশ মণ্ডল, প্যাডে আছেন ডঃ কিশোর ভট্টাচার্য এবং বাঁশীতে স্বপন ভৌমিক ও বাবুল দেবনাথ।

এই বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সংসদের সদস্যরা।

রাজ্য সফরে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা সফরে আসলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা ডা: অর্চনা মজুমদার। এদিন তিনি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহিলা কমিশনের সদস্যা ডা: অর্চনা মজুমদার বলেন, মহিলাদের সুরক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, আজ সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন তিনি। গর্ভবতী মহিলাদের সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কিনা তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাছাড়া, কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা রয়েছে সেগুলো দ্রুততার সহিত সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাজীব

● প্রথম পাতার পর

করছেন। বর্তমানে সকলে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল। একটা সময় এগুলির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে। কারন প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানী ক্রমশ হ্রাস পাবে। তাই প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষকে রিনোভেল এনার্জির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিন এই প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সাংসদ এবং মেয়র। তারা বলেন এই প্রকল্প অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিজের পরিবারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন বলেও এদিন তারা উল্লেখ করেন। প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি শিবির থেকে আহ্বান জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে একীকরণ বিষয়ক শিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে ১৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আইকেএস-র একীকরণ বিষয়ক সপ্তদিবসীয় কার্যশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১৭/২/২০২৫ তারিখে একলব্য পরিসরে এই শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কার্যশালার উদঘাটন সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (মোহনপুর) মাননীয় অধ্যক্ষ ড. হারাধন সাহা মহোদয়। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার ক্রমবিকাশে এবং অগ্রগতিতে IKS এর একীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (IKS) একীকরণ করলে শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা আরও বৃত্তাকার হতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর উপলব্ধি লাভ করতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সারস্বত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি. পি.এম শ্রীনিবাস মহোদয়। প্রফেসর অবধেস কুমার চৌবে মহোদয়, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক, একলব্য পরিসর, (ত্রিপুরা) উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানের সারস্বত অতিথি সকলের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে একলব্য পরিসরের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। শান্তি মন্ত্রের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

১৪ দিনের জেল

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান, তিনি যা করেছেন তা পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ-প্রধানের পরামর্শ অনুসারেই করেছেন। শুধু তাই নয় প্রধানের পরিবারের সদস্যদের নামেও বিভিন্ন খাতে ভাউচারের বিনিময়ে পেমেন্ট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। উন্নয়ন আধিকারিকের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে রাজ্য পঞ্চায়েত অধিকর্তা প্রসূন দে জেলা শাসককে এক চিঠিতে ওই পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের সহ চাকরি থেকে বরখাস্ত করার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

পরবর্তী সময়ে বিলোনীয়া থানায় ১ জানুয়ারি ২০২৪ সালে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে পঞ্চায়েত সচিব অনাথ পালকে গ্রেফতার করে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তের কাছ থেকে পশ্চিম কলাবাড়ীয়া পঞ্চায়েতের তৎকালীন বিজেপি পরিচালিত প্রধান সুজাতা নিয়োগীর নাম সহ একাধিক প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও বিজেপি নেতার নাম উঠে আসে। যদিও পঞ্চায়েত সচিব বর্তমানে আদালতের নির্দেশে জামিনে রয়েছেন। অবশেষে মামলার তদন্ত ক্রমে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গতকাল পুলিশ বিজেপি পরিচালিত পশ্চিম কলাবাড়ীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন মহিলা প্রধান সুজাতা নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করে। মামলার নাম্বার ৩/২০২৪ ইং, ভারতীয় দন্ড বিধির ৪০৯ আই পি সি এন্ড সেকশান ১৩(২) প্রিভেনশান অফ করাপশান অ্যাক্ট। পুলিশ ধৃত সুজাতা নিয়োগীকে গতকাল আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত অভিযুক্তকে আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত জেল হাজাতে থাকার নির্দেশ দেন।

এদিকে, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি মামলা বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিলোনীয়া সহ দক্ষিন জেলায় ছিঃ ছিঃ রব শুরু হয়েছে।

রেখা গুপ্তা

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দৌলত রাম কলেজের সম্পাদিকা (১৯৯৪-৯৫) এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডুসু) সভানেত্রী (১৯৯৬-৯৭) হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। দলীয় রাজনীতিতে রূপান্তরিত হয়ে, তিনি বিজেপি যুব মোর্চা দিল্লি প্রদেশ সম্পাদিকা (২০০৩-২০০৪) এবং পরে বিজেপি যুব মোর্চার রাষ্ট্রীয় সম্পাদিকা (২০০৪-২০০৬) হিসেবে কাজ করেছেন।

রেখা গুপ্তার কর্মজীবন পৌরসভা শাসনে অগ্রসর হয় যখন তিনি এপ্রিল ২০০৭ সালে উত্তরী পিতমপুরা, দিল্লির কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সময়ে গুপ্তা মহিলা কল্যাণ এবং শিশু উন্নয়ন কমিটির চেয়ারপার্সনের পদে টানা দুই বছর (২০০৭-২০০৯) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিজেপির মধ্যে তার ভূমিকা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি দিল্লি রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা হন (২০০৯) এবং মার্চ ২০১০ সালে বিজেপির জাতীয় নির্বাহী সদস্য হিসেবে সম্মানিত হন। বর্তমানে, শালিমার বাগের বিধায়িকা রেখা গুপ্তা দিল্লি বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে কাজ করছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, রেখা গুপ্তা এনসিডি নির্বাচনে আপ নেতা শেলি ওবেরইকে দিল্লি মেয়র পদে পরাজিত করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা এবং গুয়াহাটির মধ্যে সংযুক্ত একটি কিষান ট্রেন পরিষেবা চালু করারও প্রস্তাব রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আইটি-সম্পর্কিত বিষয় সহ রাজ্যের আইটি পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটাল ক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বৈষ্ণবের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ভিক্ষা মা ও ছেলের

● প্রথম পাতার পর

বলেছেন রাস্তার জন্য জায়গা দেবে। কিন্তু এলাকার লোক এবং বিজেপি নেতারা জায়গায় পরিমাণ বেশি চাইছেন। তাতে, দেবব্রত বাবু অনীহা প্রকাশ করেছেন। তাই গতকাল রাত্রে প্রায় ৩০ জন দুষ্কৃতকারীরা তার বাড়িতে গিয়ে হামলা চালিয়েছেন এবং তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যরা থানাতে মামলা দায়ের করতে চাইলে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ। তাই সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে অসহায় পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কর জুড়ে আবেদন জানিয়েছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

করে দেখতে পান সে মেঝেতে পড়ে রয়েছে। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন মৃতের বাবা।

এদিকে, মৃতের বাবা জানিয়েছেন, কিছুদিন ধরে সে অসুস্থ ছিল। গতকাল সারাদিন তাঁর খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। আজ সকালে তিনি খোঁজ নিতে আগরতলায় আসছিলেন। তখন মাঝ পথে তার কাছে খবর আসে ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গিরিবাসীদের

● প্রথম পাতার পর

ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এবং তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হাই কোর্টে

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে। মামলাকারীদের বক্তব্য, প্রকৃত উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন ইচ্ছাকৃত ভাবে নাম বাদ দিয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার ওই মামলার শুনানি রয়েছে হাই কোর্টে।

পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার লক্ষণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। সুনীলকুমার মাহাতো-সহ বেশ কয়েক জন গ্রামবাসী মামলা দায়ের করেছেন। মামলাকারীদের দাবি, আবাস যোজনার মূল তালিকায় নাম তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু গত ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশ করা তালিকায় নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

মামলাকারীদের অভিযোগ, ওই জায়গায় অন্য ব্যক্তিদের নাম ঢোকানো হয়েছে। পাকা বাড়ি রয়েছে এমন ব্যক্তিরা ওই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। বিডিও ও স্থানীয় প্রশাসন ওই কাজ করেছে।

বাংলা আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ৬০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের কাছে ঢুকতে শুরু করেছে। প্রকল্পের নিয়ম মোতাবেক, পাকা বাড়ি নেই এমন ব্যক্তিদের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাকা বাড়ি বা দেওয়াল থাকলে ওই সুবিধা মিলবে না। ওই প্রকল্পের সুবিধা থেকে জেলায় জেলায় যোগ্য উপভোক্তাদের বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠছে। বিষয়টি নিয়ে হাই কোর্টে জল গড়াল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি শুনবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা, ক্ষোভ এলাকাজুড়ে

বাঁকুড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের ভগবানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থা ও নিম্নমানের পরিষেবা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের অভিযোগ, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনডোর পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। অথচ এটি ছাতনা, বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লক ও ইন্দপুর ব্লকের হাজার হাজার মানুষের চিকিৎসার প্রধান ভরসা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চতুর্দিক ঘন ঝোপঝাড়ে ভরে গেছে, ছাদের চাঁই খসে পড়ছে, পরিকাঠামো প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একসময় যেখানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ২৪ ঘন্টা কোয়ার্টারে থাকতেন, আজ সেখানে চুরি হয়ে গেছে দরজা-জানালা, ছাদে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ। স্থানীয় বাসিন্দা আঁচুড়ির সত্য গরাই ও ছাতনার নবগোপাল সেন জানিয়েছেন, একসময় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও করা হতো, ইনডোর পরিষেবা চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র একজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে কোনও ক্রমে আউটডোর পরিষেবা চালানো হচ্ছে। এমনও দিন আসে, যখন কোনও চিকিৎসকই আসেন না, ফলে ২২ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ছুটতে হয় রোগীদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সমাধান হয়নি। তারা প্রশ্ন তুলেছে, এত বড় এলাকাকে নির্ভরশীল করে গড়ে ওঠা স্বাস্থ্যকেন্দ্র কেন অবহেলায় পড়ে থাকবে? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংস্কার ও পরিষেবা পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

বহরমপুরে প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার

বহরমপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার! এবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার এক সিভিক ভলান্টিয়ার। ধৃতের নাম সুমন সরকার। তার বাড়ি নবগ্রাম এলাকায়। জানা গিয়েছে, বহরমপুরের সিকান্দার আলি নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বাইক নিয়ে যায় ওই যুবক। ১৫ দিন পার হয়ে গেলেও সেই বাইক ফেরত না দেওয়ায়, তার নামে থানায় অভিযোগ জানান ওই ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে হাজির করানো হবে।

নালিশ জানিয়ে পুরকর্মীর হুমকির মুখে অভিযোগকারী

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): খাটাল নিয়ে গত ১০ জানুয়ারি ''টক টু মেয়রে'' অভিযোগ জানিয়ে স্বাস্থ্য দফতরেরই হুমকির মুখে পড়েছেন পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রণিৎ নিয়োগী। শুক্রবার টক টু মেয়রে একথা শোনার পর স্বাস্থ্য দফতরের ওই কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন ফিরহাদ হাকিম।

মেয়র পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'এ জিনিস বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে হয় সিএমওএইচ সাসপেন্ড করবেন, নয় ওর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে।' কলকাতা পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হরিদেবপুরের ঘটনা। সংবাদমাধ্যমকে অভিযোগকারী বলেন, 'বাড়ির পাশেই খাটাল। এ নিয়ে গত ১০ জানুয়ারি টক টু মেয়রে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। এরপর স্বাস্থ্য দফতর থেকে ফোন আসে। সাহায্য করার পরিবর্তে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেন, স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী রণজিৎ চক্রবর্তী। এদিন টক টু মেয়রে সেকথা জানানোর পর তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফিরহাদ বলেন, 'আইনের উপরে কেউ নয়। খাটাল রাখা কলকাতায় বেআইনি। আমি নগরপালকে বলেছি খাটালগুলি তুলে ফেলার ব্যবস্থা করুন। সেখানে যদি আমাদের স্টাফ গিয়ে দালালি করে, নিশ্চয় আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব।' পরে ফিরহাদ বলেন, খাটাল বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। পুরসভা বা স্বাস্থ্য দফতর, যে বিভাগের কর্মীই এতে মদত দিন না কেন, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

এফিডেভিট

আমি মনসুর মিয়া, পিতা-আব্দুল আলি, নিবাস-নন্দননগর, পোঃ নন্দননগর, থানা-এনসিসি, জিলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৬। আমি মনসুর মিয়া, আমার কিছু কিছু সরকারি কাগজে নামের বানান সঠিক এবং কিছু কাগজে ভুল উঠেছে। তাই এক নোটারি এফিডেভিট মূলে আমার নামের সংশোধন করি। তাই আজ থেকে মনসুর মিঞা এবং মনসুর মিয়া একই ব্যক্তি। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Sd/-
Mansur Mia

AFIDAVIT

I **Smt Namita Biswas**, D/O Late Dhananjoy Biswas, resident of PO+Vill-Phaikhola, PS-Belonia, Tripura (S) Pin-799125 do hereby declare that I have changed my name from **Smt Namita Biswas to Smt Namita Biswas Majumder** & hence-forth I shall be known as Smt Namita Biswas Majumder in all purpose vide Affidavit Notary Reg NO: 51/2021 sworn before the Notary public at Belonia on 17-02-2025 Smt Namita Biswas Majumder & Smt Namita Biswas both are same & one identical Person.

Sd/-
Namita Biswas Majumder

আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত সাংবাদিকদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সাংবাদিকদের মধ্যে একদিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় ভোলাগিরি স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সাংবাদিকদের চারটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে এবং বেলা একটায় ফাইনাল ম্যাচের পর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মাঠেই বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম সেমিফাইনালে টিম-এ খেলবে টিম সি-র বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টিম-বি ও টিম-ডি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এর আগে সকাল সাড়ে নয়টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ এবং রাজ্যের দুজন প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ সৌরভ দাশগুপ্ত এবং শ্রাবণী দেবনাথ উপস্থিত থাকবেন। সম্প্রতি স্পোর্টস সাব কমিটির বিশেষ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর চার দলের খেলোয়াড়দের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। খেলা হবে টি-১০ ফরম্যাটে প্রথম দুটি সেমিফাইনালের পর তৃতীয় ম্যাচটি হবে ফাইনাল। টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার সহ টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার, সেরা ফিল্ডার, ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট সহ সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি প্রদান করা হবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের চারটি দলের খেলোয়াড়রা হলো: টিম এ: বিশ্বজিৎ দেবনাথ, সুব্রত দেবনাথ, দিব্যেন্দু দে, বিষ্ণুপদ বণিক, নারায়ণ শীল, প্রশান্ত দেব রায়, রবীন্দ্র বণিক, বিপ্লব চন্দ্র দেব, সৌরভ মোদক, প্রণব শীল, প্রবীর দাস, ভাস্কর দাস, প্রিয়তোষ চক্রবর্তী, শান্তনু বণিক (সহ অধিনায়ক), মনিময় রায় (অধিনায়ক)।

টিম বি: মেঘধন দেব, সুমন সাহা, কৃষানু দেববর্মা, দীপজিৎ আচার্য্য, অনিমেষ শর্মা, অঞ্জন দেব, বিপ্লব চন্দ, প্রবীর দেববর্মা, প্রশান্ত দে, সন্তোষ গোপ, বিশ্বজিৎ দে, ভাস্করজ্যোতি দত্ত, শুভঙ্কর দাস, অনির্বাণ দেব (সহ অধিনায়ক), জয়ন্ত দে (অধিনায়ক)।

টিম সি: মিল্টন ধর, জাকির হোসেন, সিশান চক্রবর্তী, অরিন্দম চক্রবর্তী, সমীর সাহা, রমাব্রত দেব, সুমিত কুমার সিংহ, গৌতম ঘোষ, সুব্রত দেবনাথ (টিভি), প্রণব চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, অর্ণব বিশ্বাস, রাজেশ রায়, সুমন ঘোষ (সহ অধিনায়ক), কিরিটি দত্ত (অধিনায়ক)। টিম ডি: বাপন দাস, অভিজিৎ ঘোষ, অলক চৌধুরী, অভিষেক দেববর্মা, সুজিত আচার্য্য, অমিত দেববর্মা, অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, রবিন কলৈই, পার্থ সারথি দে, সুমন গণ, কিংকর শীল, দেবাশীষ বোস, অভিষেক দে, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ সাহা (সহ অধিনায়ক), সুপ্রভাত দেবনাথ (অধিনায়ক)।

আজ থেকে অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট ৫ সাব ডিভিশনে পাঁচ মাঠে পাঁচ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে। বিগত বছরের মতো এবারও সদরের দুটি দল সহ মোট ১৯ টি সাব ডিভিশন ইউনিট এবারকার রাজ্য টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে সদর বি, আমবাসা, জিরানিয়া এবং খোয়াই। গ্রুপ বি-তে রয়েছে সদর এ, বিশালগড় মোহনপুর, সোনামুড়া, গন্ডাছড়া। গ্রুপ সি-তে খেলবে ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, লংতরাইভ্যালী ও তেলিয়ামুড়া। গ্রুপ ডি-তে রয়েছে উদয়পুর, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার, অমরপুর ও সাব্রুম। খেলা হবে প্রথমে গ্রুপ লীগ পর্যায়ে এবং শেষে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নকআউট পর্যায়ে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) প্রথম দিনে রাজ্যের পাঁচ সাব ডিভিশনে পাঁচ মাঠে পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। তেলিয়ামুড়া মাঠে গ্রুপে এ-র সদর বি খেলবে জিরানিয়ার বিরুদ্ধে। উদয়পুর মাঠে গ্রুপ বি এর সদর-এ খেলবে সোনামুড়ার বিরুদ্ধে। এবং বিলোনিয়ায় বিশালগড় খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে। কৈলাশহরে গ্রুপ সি থেকে ধর্মনগর খেলবে লংতরাইভ্যালীর বিরুদ্ধে। ধর্মনগরে কৈলাশহর খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে। ,

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের দু-টি সেমিফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার খেলবে প্রগতি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। একই সময়ে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে এডি নগর প্লে সেন্টার খেলবে জুয়েলস কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগী কে ১৪৫ রানে হারিয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবং জিবি প্লে সেন্টারকে ১১১ রানে হারিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

অপরদিকে, মৌচাক কোচিং সেন্টার কে ৪৫ রানে হারিয়ে এডি নগর প্লে সেন্টার এবং এগিয়ে চল সংঘকে ৭ রানে হারিয়ে জুয়েলস কোচিং সেন্টার সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। উল্লেখ্য, এডি নগর প্লে সেন্টার এবং জুয়েলস কোচিং সেন্টার লিগ পর্যায়ের খেলায় একবার কিন্তু ময়দানে পরস্পরের মধ্যে মুখোমুখি হয়েছিল। ২২ জানুয়ারি অর্থাৎ প্রায় একমাস আগে লীগের খেলায় এডি নগর প্লে সেন্টার ১৮১ রানের বড় ব্যবধানে জুয়েলস কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছিল। নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত খেলায় টস জিতে এডি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে উনপঞ্চাশ ওভারে ২৬৩ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে জুয়েলস কোচিং সেন্টার ব্যাট করতে নামলে তাদের শিবিরের যেন ধ্বস নামে। ১৯.১ ওভারে ৮২ রানে তারা ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তুহিন দেবনাথের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে এডি নগর প্লে সেন্টার সেদিন দুর্দান্ত জয় পেয়েছিল।

মহিলা ক্রিকেটে জয়ের হ্যাট্রিক করে আগরতলা কোচিং সেন্টার সুপার সিক্স-এ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাগাতর তিন ম্যাচে জয়। অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক আগরতলা কোচিং সেন্টারের। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগরতলা কোচিং সেন্টার আজ, বুধবার ১৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে পরাজিত করেছে। খেলা সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণা মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে আগরতলা কোচিং সেন্টার সুপার সিক্স-এ খেলার ছাড়পত্রও অর্জন করেছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আগরতলা কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি ৩১.৫ ওভার খেলে ১০২ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। আগরতলায় কোচিং সেন্টারের এঞ্জেল পাল ৯৮ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৪ রান সংগ্রহের পাশাপাশি ১২ রানে তিনটি উইকেট দখল করে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে দলকে জয় এনে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সতীর্থ শ্যামাশ্রী সেন ৪টি উইকেট পেয়েছিল ১৭ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, মুন্না সরকার পেয়েছে দুটি উইকেট পাঁচ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়ে সায়ন্তিকা সূত্রধরের ৪৪ রান এবং ইউনাইটেড বিএসটি-র অভিজ্ঞা বর্ধন এর ৪১ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো।

জাতীয় হ্যান্ডবল আসরে অংশ নিতে রাজ্য দল এখন ঝাড়খণ্ডের লক্ষ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল বুধবার সকালে রেলপথে ঝাড়খণ্ডের রাচির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে। ৫৩তম সিনিয়র পুরুষ জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ এবছর ২২ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষে ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি উমাকান্ত হ্যান্ডবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী শিবির থেকে রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ৩১ জন পুরুষ খেলোয়াড় থেকে বাছাইকৃত ১৬ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে গঠিত রাজ্য দল আজ, বুধবার সকালে রেলপথে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সিনিয়র হ্যান্ডবল পুরুষ দল হলো : পারাদ্বীপ জমাতিয়া (গোলরক্ষক), বীরেন্দর সিং, অনুজ কুমার সিনহা, রণিত পাল, মঈন পাল, বিনয় যাদব, সুদীপ গোপ, নরেন্দ্র সিং, উৎপল দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, সুকান্ত দাস, আকাশ সূত্রধর, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অভিষেক রুদ্র পাল, কৃষ্ণ দেবনাথ, রতন দাস চৌধুরী। কোচ অলক সিনহা, ম্যানেজার দেবাশিস মজুমদার। রাজ্য সংস্থার কর্মকর্তারা রেল স্টেশনে উপস্থিত থেকে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান এবং সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

মহিলা ক্রিকেট : নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জয় দিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন জিবি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জিবি প্লে সেন্টার। তাও গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে। পুরোপুরি নিয়ম রক্ষার ম্যাচ বলা যেতে পারে। তবুও সান্তনার জয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের খেলায় ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় কোচিং সেন্টার গ্রুপ লীগের ৪ ম্যাচের চারটিতেই পরাজিত হয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ২২.২ ওভার খেলে ৫৪ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ১১.৪ ওভার খেলে একমাত্র উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের সায়ন্তিকা ঘোষ একাই সাত রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া রুমা সরকার ২টি ও টিয়া রায় একটি উইকেট পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে দীপিকা পালের ১৯ রান এবং ঋদ্ধি নমঃ-র ১৪ রান উল্লেখযোগ্য।

কমলপুরে অনূর্ধ ১৩ উইকেটে চ্যাম্পিয়ন ওয়াই আর সি দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কমলপুর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয় গত পয়লা ফেব্রুয়ারি। মোট পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করে। সীমিত চল্লিশ ওভারের খেলা ছিল। লীগ টেবিল থেকে দুইটি দল ফাইনালে পৌঁছে। বুধবার ছিল টুর্নামেন্টের শিরোপা দখলের ফাইনাল ম্যাচ। তাতে মুখোমুখি হয় ইয়ুথ রিক্রিয়েশন কর্নার ও যুব সমাজ ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওয়াই আর সি চল্লিশ ওভারে সাত উইকেটে ১৫২ রান করে। তার মধ্যে অর্ণব দত্ত (৩৬)ও নীলাঞ্জয় পাল (২৪)রান উল্লেলযোগ্য। যুব সমাজের পক্ষে বিপ্রজয় চক্রবর্তী ৩ টি ও সায়ন দাস ২ টি উইকেট পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে যুব সমাজ ১০৩ রানে দশ উইকেট পড়ে যায়। তারমধ্যে পীরজাক দেববর্মা (৪৬)ছিল উল্লেখযোগ্য। বিজয়ীদলের পক্ষে বিজয় শীল ৪ টি উইকেট দখল করে। ফলে ওয়াই আর সি ৪৯ রানে জয়ী হয়। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন কমলপুর ক্রিকেট এসো ''র সভাপতি রাজেন্দ্র দাস ও গৌতম বর্মন। তবে বিজয়ী দলের বিজয় শীল মেন অফ দা ম্যাচ, মান অফ দা টুর্নামেন্ট ও বেস্ট বোলারের তিনটি খেতাব দখল করে।

বৃহস্পতিতে ভারত-বাংলাদেশ

শেষ পাঁচটি এক দিনের ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। তাই এক দিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত হবে না রোহিত শর্মাদের। দেখে নেওয়া যাক বৃহস্পতিবার ভারত বনাম বাংলাদেশের ম্যাচে কোন কোন ব্যক্তিগত লড়াইগুলো দেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী দল হিসাবেই নামবে ভারত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শেষ পাঁচটি এক দিনের ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। তাই এক দিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত হবে না রোহিত শর্মাদের। দেখে নেওয়া যাক বৃহস্পতিবার ভারত এবং বাংলাদেশের ম্যাচে কোন কোন ব্যক্তিগত লড়াইগুলো দেখা যেতে পারে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন রোহিত। কিন্তু তার আগে ধারাভাহিক ভাবে রান পাচ্ছিলেন না তিনি। একটি শতরানের পর তিনি ফর্মে ফিরে এসেছেন কি না তা বোঝা মুশকিল। শতরান করার পরের ম্যাচে রান পাননি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন রোহিত। আর সেই ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে নতুন বল হাতে আক্রমণ শুরু করতে পারেন মুস্তাফিজুর রহমান। বাঁহাতি পেসারদের বিরুদ্ধে রোহিত খুব স্বচ্ছন্দ নন। বাংলাদেশ সেই অস্ত্রটাই প্রয়োগ করতে পারে। এক দিনের ক্রিকেটে ১০ বার মুখোমুখি হয়েছেন রোহিত এবং মুস্তাফিজুর। এর মধ্যে তিন বার রোহিতকে আউট করেছেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার। মুস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে ওই ১০টি ইনিংসে ১২৩ বলে ১৩০ রান করেছেন রোহিত। ফলে ভারতের ইনিংসের শুরুতেই রোহিত বনাম মুস্তাফিজুর লড়াই জমে যেতে পারে।

ভারতীয় ব্যাটারের অফ সাইডের বাইরের বল খেলতে সমস্যা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলিকে সমস্যায় ফেলতে পারেন তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশের ডানহাতি পেসার কোহলিকে অফ সাইডের বাইরে টানা বল করে গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। যদিও লাল বলের মতো সাদা বল অত সুইং করে না। ফলে কোহলি কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৫২ রান করেছিলেন কোহলি। এখন দেখার তিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রান করতে পারেন কি না। তাসকিনের বিরুদ্ধে এক দিনের ক্রিকেটে চারটি ইনিংস খেলেছেন কোহলি। এর মধ্যে মাত্র এক বার আউট হয়েছেন তিনি। তবে করেছেন মাত্র ৩৫ রান। তাসকিন এক দিনের ক্রিকেটে কখনও ছক্কা মারতে পারেননি কোহলি। ফলে এই লড়াইয়ের দিকেও নজর থাকবে সকলের।

এক দিনের ক্রিকেটে বড় ভূমিকা নেন অলরাউন্ডারেরা। ভারতীয় দলে যেমন রয়েছেন হার্দিক পাণ্ড্য, তেমনই বাংলাদেশ দলে রয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ। হার্দিক যেমন প্রয়োজনে দলের পেস আক্রমণকে সাহায্য করবেন, তেমনই ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। ভারতের স্পিন আক্রমণে সবচেয়ে অভিজ্ঞ জাডেজা। দুবাইয়ের পিচে যদি স্পিনারেরা সাহায্য না পান, তা হলেও জাডেজা বড় ভূমিকা নেবেন। তিনি ক্রমাগত উইকেট লক্ষ্য করে বল করে যেতে পারেন। সেটাই তাঁকে সব ধরনের পিচে ভয়ঙ্কর করে তোলে। মাঝের ওভারে জাডেজার সেই আক্রমণ সামলাতে হতে পারে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিমকে। বাংলাদেশের ব্যাটার স্পিনের বিরুদ্ধে বরাবর ভাল খেলেন।

ফলে জাডেজাদের সামলানোর জন্য বাংলাদেশ মুশফিকুরকে ব্যবহার করতে পারে।

বাংলাদেশের ওপেনার সৌম্য সরকারের সঙ্গে মহম্মদ শামির লড়াইয়ের দিকেও নজর থাকবে। নতুন বল হাতে শুরু করবেন শামি। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া বোলার। আরও এক বার একটি আইসিসি প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছেন শামি। যদিও চোট সারিয়ে ফেরার পর এখনও শামিকে পুরনো ফর্মে দেখা যায়নি।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে নিউ প্লে সেন্টারকে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে আজ, বুধবার প্রতিপক্ষ নিউ প্লে সেন্টারকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। গ্রুপ এ থেকে টানা চার ম্যাচে জয়ী হয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব সুপার সিক্স এ খেলবে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ, বুধবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৩.২ ওভার খেলে ৭৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে জবাবে ক্লাব ১১ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্লাড মাউথের পক্ষে ঋজু সাহার ২৬ রান এবং অন্তরা দাসের ২৫ রান উল্লেখযোগ্য। নিউ প্লে সেন্টার এর জয়িতা দেব সর্বাধিক ১৬ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে মমতা দেব তিনটি এবং অন্তরা দাস ও অন্বেষা দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে অন্তরা দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ধনপুরে বিএসএফের ভলিবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি বি.এস.এফ ৮১ নম্বর বাহিনী বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলছে। এর মধ্যে অন্যতম সীমান্তে বসবাসকারী মানব সম্পদের উন্নয়ন বুধবার সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর বি.ও.পিতে বি.এস.এফ ৮১ নম্বর বাহিনীর সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম আয়োজিত আন্ত গ্রাম ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে অংশ নিয়ে একথা বলেছেন বি.এস.এফ গোকুলনগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের ডি.আই.জি, ভি.কে কসানা। উপস্থিত ছিলেন ৮১ নম্বর বাহিনীর কমান্ডেন্ট রাকেশ সিনহা সহ বিএসএফের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাক্কালে পাকিস্তানে উড়ল তেরঙ্গা

আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি মাঠের মহারণের কী ফল হবে, এখনও জানা নেই। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারতের সঙ্গে টেক্কা নিতে গিয়ে বারবারই মুখ থুবড়ে পড়ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। টুর্নামেন্ট শুরুর দিনও একইভাবে নিজের ভুল শুধরে নিতে বাধ্য হল পিসিবি। পাকভূমে ভারতীয় পতাকা না রাখার যে 'স্পর্ধা' তারা দেখিয়েছিল, হাজারো বিতর্কের পর সেই ইস্যুতে নতিস্বীকার করে নিলেন নাকভিরা। বুধবার অন্যান্য দেশের পতাকার পাশাপাশি বাবর আজমদের দেশে উড়ল তেরঙ্গাও।

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, আয়োজক দেশে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের পতাকা উড়বে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে টুর্নামেন্ট শুরুর দুদিন আগে করাচি স্টেডিয়ামে ছিল না ভারতীয় তেরঙ্গা। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সোশাল মিডিয়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে একহাত নেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু পাকভূমে কেন ভারতের জাতীয় পতাকা অনুপস্থিত, তার ব্যাখ্যাও দেয় পিসিবি। জানানো হয়, যে দলগুলি পাকিস্তানের মাটিতে খেলবে, শুধুমাত্র তাদের পতাকাই উড়বে সেখানে। হাইব্রিড মডেল মেনে রোহিত শর্মারা যেহেতু দুবাইয়ে খেলবেন, তাই পাকিস্তানের কোনও স্টেডিয়ামে ভারতের পতাকা রাখা হয়নি। কিন্তু এহেন যুক্তি শেষমেশ ধোপে টিকল না।

মঙ্গলবার বিসিসিআই ভাইস-চেয়ারম্যান রাজীব শুক্লা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পিসিবিকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে বাকি দেশগুলির পতাকার সঙ্গে সেখানে তেরঙ্গাও থাকে। অবশেষে বিতর্কের মুখে সিদ্ধান্ত বদল করল পিসিবি। রাজীব শুক্লার 'হুঙ্কারে'র পরদিনই অর্থাৎ টুর্নামেন্ট শুরুর দিন পাকভূমে উড়ল ভারতের পতাকা। সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সেই দৃশ্য। এতকিছুর পর আর কি বিসিসিআইয়ের সঙ্গে টেক্কা নেওয়ার কথা ভাববে পাক বোর্ড?

চূর্ণ ৪০ বছর আগের নজির

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করা ৪০ বছরের পুরনো একটি রেকর্ড হাতছাড়া হল ভারতের। নতুন রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। এক দিনের ক্রিকেটে প্রথমে ব্যাট করে ১২২ রান করেও ওমানকে ৫৭ রানে হারাল আমেরিকা। এত কম রান করেও এক দিনের ক্রিকেটে এর আগে কোনও দল জিততে পারেনি। বুধবার থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগের দিনই এক দিনের ক্রিকেটের একটি বিশ্বরেকর্ড হাতছাড়া হল ভারতের।

১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ভারত করেছিল ১২৫ রান। শারজার সেই ম্যাচ ভারত জিতেছিল ৩৮ রানে। এত দিন পর্যন্ত এক দিনের ক্রিকেটে প্রথমে ব্যাট করে সব চেয়ে কম রান করে ম্যাচ জেতার সেটাই ছিল রেকর্ড। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ১২২ রান করেও ম্যাচ জিতে ভারতের সেই রেকর্ড ভেঙে দিল আমেরিকা।

আগামী এক দিনের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আমেরিকা এবং ওমান। মোনাঙ্ক পটেলের দলের ব্যাটারেরা ২২ গজে দাঁড়াতে পারেননি। বলার মতো রান শুধু ছ'নম্বরে ব্যাট করতে নামা মিলিন্দ কুমারের অপরাজিত ৪৭। ৩৫.৩ ওভারেই শেষ হয়ে যায় আমেরিকার ইনিংস। ওমানের সফলতম বোলার শাকিল আহমেদ ২০ রানে ৩ উইকেট নেন। ২২ রানে ২ উইকেট আমির কালিমের।

জয়ের জন্য ১২৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ওমানের ইনিংস। তিন নম্বরে নামা হাম্মাদ মির্জা (২৯) ছাড়া কেউ দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি। ওমানের চার জন ব্যাটার আউট হয়েছেন শূন্য রানে। ২৫.৩ ওভারে ৬৫ রানেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। আমেরিকার হয়ে বল হাতে নজর কাড়লেন নসথুশ কেঞ্জিগে। তিনি ১১ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ১০ রান দিয়ে ২ উইকেট ইয়াসির মহম্মদের। ১৭ রানে ২ উইকেট মিলিন্দের।

নেই বুমরাহ, 'দুর্বল' ভারতকে হারানোর স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ

চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জশপ্রীত বুমরাহকে পাচ্ছে না ভারত। আর এই মহাতারকার অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে জেতার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। অন্তত সেদেশের প্রাক্তন ওপেনার ইমরুল কায়েসের বক্তব্য তেমনই।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অভিযান শুরু করতে চলেছে ভারত। সাম্প্রতিক সময়ে দুই প্রতিবেশীর রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে যে ম্যাচের উত্তাপ বেড়েছে কয়েক ডিগ্রি। আর সেই ম্যাচেই বুমরাহর অনুপস্থিতি বাংলাদেশের সহায়ক হবে বলে মনে করছেন ইমরুল। তাঁর কথায়, "ভারত ব্যাটিং আর বোলিং দুই বিভাগেই শক্তিশালী। তবে বুমরাহ দলে নেই। আমরা সবাই জানি শেষ দু'বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ও ঠিক কী কী করেছে। ওর না থাকাটা বাংলাদেশের জয়ের সুযোগ বাড়াবে।"

বুমরাহ না থাকায় ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ শামি। যাঁকে নিয়ে বাংলাদেশের হয়ে একশোর বেশি ম্যাচ খেলা এই ওপেনারের মূল্যায়ন, 'শামির ফিরে আসাটা বড় বিষয়। এখন হয়তো ওর ফিটনেস নিয়ে কিছু ইস্যু রয়েছে। তবে ও একবার ছন্দ খুঁজে পেলে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে পারে।" ভারতীয় পেস অ্যাটাকে শামির পাশাপাশি আছেন অর্শদীপ সিং ও হর্ষিত রানা।

ভারতের মতো বাংলাদেশও নামছে দেশের অন্যতম সেরা দুই তারকাকে ছাড়াই। এরমধ্যে একজন শাকিব-আল-হাসান, যিনি নিজের রাজনৈতিক পরিচয় এবং অবৈধ অ্যাকশনের যুগলবন্দিতে আপাতত জাতীয় দল থেকে অনেকটাই দূরে। এই অনুপস্থিতিতে নিয়ে ইমরুলের বক্তব্য, "শাকিব খুবই ভালো প্লেয়ার। ওকে মিস করব। শাকিব না থাকায় বাংলাদেশকে একজন অতিরিক্ত স্পিনার খেলাতে হচ্ছে। আর সেটাই দলের এমন অবস্থার অন্যতম কারণ।"

এমবিটিলা বাজারে সংস্কার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আজ এমবিটিলা বাজারে সংস্কার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। বাজারটির সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে গেলে ক্রেতা বিক্রেতাদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।
বুধবার এমবিটিলা বাজারে সংস্কার কাজ ঘুরে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কর্পোরেটর অলক রায় সহ অন্যান্যরা।
মেয়র বলেন, বাজার নির্মাণ কাজ আগে শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় পরবর্তীতে আবার নতুন করে টেন্ডার করে নতুন ঠিকাদারকে দেওয়া হয় এ কাজ।
১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় নির্মিত দালান বাড়ির প্রথম পর্যায়ের কাজ আগামী এপ্রিল মাসের ভেতর শেষ হবে বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রয়াত বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি: বুধবার সকালে বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সাধন দেবনাথ। জিবিপি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েকদিন পূর্বে মাথায় আঘাত পাওয়ায়, তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। চারবার অস্ত্রপচার করে ব্যর্থ হন ডাঃ রেড্ডি। বুধবার সকালে চড়িলামস্থিত নিজ বাসভবনে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসলে পরিবারের সকালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

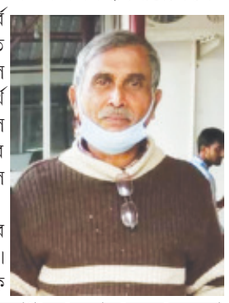

মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশালগড় প্রেসক্লাবের সকল সদস্যরা ছুটে যায় তাঁর বাড়িতে। প্রেসক্লাবের বর্তমান সভাপতি, সম্পাদক তাজুল ইসলাম, কোষাধক্ষ হারাধন দেবনাথ সহ অন্যান্য সকল সদস্যরা তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। মৃত্যুকালে পরিবারের রেখে গেছেন দুই পুত্র, এক কন্যা, স্ত্রী এবং পুত্রবধূ। সংবাদ জগতে তাঁর তার অবদান যথেষ্ট রয়েছে। তিনি ছিলেন বিশালগড় মহাকুমা সাংবাদিকদের অভিভাবক। প্রবিন সাংবাদিক হিসেবে অনেক সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। এলাকার সমস্যা নিয়ে বহু লেখালেখি করেছেন তিনি। তাছাড়াও তিনি রামঠাকুর আশ্রমের সভাপতিও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে কেউ মানিয়ে নিতে পারছেন না। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

জিবি হাসপাতালে ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রদান সাংসদ রাজীবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য তহবিল থেকে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (জিবি) হাসপাতালে রোগীদের সুবিধার্থে একটি ব্যাটারি চালিত গাড়ি প্রদান করেছেন প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এই গাড়িটি রোগীদের হাসপাতালের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে যাতায়াত করতে সহায়তা করছে বলে জানিয়েছেন রোগীদের পরিবারের সদস্যরা। সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তারা।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিবারের সদস্যরা জানান, আগে রোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে যেতে অনেক অসুবিধা হতো। সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের এই উদ্যোগের ফলে এখন সেই অসুবিধা অনেকটাই কমেছে। তারা সাংসদকে ধন্যবাদ জানান।
ব্যাটারি চালিত গাড়ির চালক জানান, অনেক রোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এই সুবিধার কথা জানেন না। তাই তিনি নিজে থেকেই তাদের ডেকে গাড়িতে তুলে নেন। সাংসদের পক্ষ থেকে এই পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি রোগীদের জন্য খুবই উপকারী হয়েছে।

দুর্ঘটনারোধে জেলা ট্রাফিক দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শহরের যানজটের সমস্যা কম করতে মাঠে নেমেছে ট্রাফিক পুলিশ। আজ আগরতলা পুর নিগম ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আজ কামান চৌমুহনী থেকে মহারাজগঞ্জ বাজার পর্যন্ত বেআইনি পার্কিং এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে।
ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিক দাস জানান, মহারাজগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তার দু পাশে বেআইনিভাবে প্রচুর যানবাহন রাখা হয়। এর ফলে এই রাস্তায় সবসময় যানজট লেগে থাকে।তিনি জানান, ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার যানবাহন চালকদের এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। এখন থেকে ট্রাফিক বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পথে নেমেছে ট্রাফিক পুলিশ।ট্রাফিক পুলিশ সুপার আরও জানান, এই অভিযান আগামী দিনেও চলবে। শহরের যানজট কমাতে এবং সাধারণ মানুষের চলাচল সুগম করতে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি শহরের নাগরিকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার অনুরোধ জানান।এই অভিযানে, রাস্তার দুপাশে অবৈধভাবে পার্ক করা বেশ কয়েকটি গাড়িকে জরিমানা করা হয়েছে এবং কিছু গাড়ি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে রাস্তায় যানজট কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিধায়িকার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি: রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকার বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা রটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার এক। আটক ব্যক্তির নাম বিপ্লব দাশ। বাবা মৃত ভূপাল দাশ। তার বাড়ি প্রকাশনগর। বিধায়িকা নিজে বাদী হয়ে পি আরবাড়ি থানায় মামলা দায়ের করেন।
মামলায় উল্লেখ করা হয় যে বিপ্লব দাস বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বিশেষ করে ফেসবুকে তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর উদ্দেশ্যে এবং তার মানহানি করার জন্য বিভিন্ন কুরুচিকর মন্তব্য পরিবেশন করে। এই মন্তব্যের জন্য বিধায়িকা যেমন একদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম মন্তব্যের শিকার হয়েছেন, অন্যদিকে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেন।
এই বিষয়ে বিশদ জানিয়ে তিনি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজনগর পিআরবাড়ী থানায় মামলা করেন। যার মামলা নম্বর ৯/২০২৫। যে সকল ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় সেগুলি হচ্ছে আন্ডার সেকশন ৩৩৬(৩) ৩৫৬ (২)৩৫১(২)/৭৯/৬১(এ)৩(৫)। এছাড়া ইনফরমেশন টেকনোলজি সেকশনে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। যেই মামলার ধারাগুলি যথাক্রমে ৬৬(এ)/৬৬(সি)৬৬(ই)/৬৭/৬৭(সি)।
এই মামলা দায়ের হওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নেমে বিপ্লব দাসকে গ্রেফতার করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্ট ক্লাসে তোলা হলে আদালত তাকে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে রাখার নির্দেশ দেয় আগামী ৩ তারিখ পর্যন্ত। কাস্টডিতে থাকাকালীন তাকে জিজ্ঞাসাবাদে অনুমতি দেওয়া হয় পুলিশকে।এই সম্পূর্ণ বিষয়টির মামলা পরিচালনা করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর কিশোর মজুমদার। আগামী ৩ রা মার্চের পর তাকে পুনরায় আদালতে তোলা হলে আদালত কি রায় দেয় এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার অপেক্ষায় রইলো জনগণ।

আস্তাবলে ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী : সাত সকালে এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আস্তাবল ময়দানে ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে পুলিশকে খবর দিয়েছিল। এদিকে, পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায় নি। আপাতত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাত সকালে পথচারীরা দেখতে পান আস্তাবল মাঠের মঞ্চ নিচে এক ব্যক্তি পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারাই পুলিশে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি লেইক চৌমুহনী এলাকায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতো। যদিও তার নাম জানা যায়নি। তবে ওই ব্যক্তি বাড়ি নাকি বড়জলা নেপালি বস্তি এলাকায়।
তিনি আরো জানান, মৃত ব্যক্তির মাথায় ও কানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, হয়তো বা মৃতের কানের কিছু অংশ কুকুর বা বিড়াল হয়তো নিয়ে গেছে। তবে কিছুদিন ধরেই নাকি ওই ব্যক্তি অসুস্থ ছিলেন। আপাতত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।

শার্টার ভেঙে মাথা চৌচির গুরুতর আহত দুই শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি: বিশালগড় মধ্য বাজারে মাথায় শার্টার ভেঙে পরে গুরুতর আহত হয়েছে দুই শ্রমিক। আজ দুপুরে আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে,বুধবার বিকেলে বিশালগড় মধ্য বাজারে সীতানাথ সাহার দোকানের শার্টার কাজ করতে আসে চারজন শ্রমিক। হঠাৎ করে দোকানের শার্টার আচমকাই ভেঙে শ্রমিকদের মাথায় পড়ে। সাথে সাথে দুই শ্রমিকের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় দুই শ্রমিকের দেখতে পেয়ে পার্শবর্তী দোকানদাররা দ্রুত খবর দিয়েছেন বিশালগড় মহকুমা দমকলবাহিনীকে। এদিকে, আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ইনচার্জ ডাঃ রাজিব সরকার বলেন, আহতরা হলেন, বিশালগড় পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকার বাসিন্দা নয়ন দাস এবং সুদেপ নমঃ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas